মক্কার চার হাজার আবাসিক ভবনে ২০ লাখ হজযাত্রী থাকবেন

সারে-জমিন

মালদায় গনিখানকে স্মরণ রাহুল গান্ধির

রূপসী বাংলা

বিজেপির সঙ্গে কত দিন নিশ্চিন্তে থাকবেন নীতীশ

সম্পাদকীয়

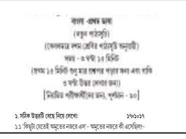

মাধ্যমিক ২০২৪: অনুসন্ধান কলকাতার মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

জয় শাহই থাকছেন এশিয়ান ক্রিকেটের প্রধান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৬ মাঘ ১৪৩০
১৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 31 ■ Daily APONZONE ■ 1 February 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

অবসরের আগে শেষ কর্মময় দিনে বারাণসীর বিচারক হিন্দু পক্ষের হাতে দিলেন জ্ঞানবাপির বেসমেন্ট

আপনজন ডেস্ক: অবসর গ্রহণের আগে শেষ কর্মময় দিন বুধবার বারাণসীর এক জেলা বিচারক মুঘল আমলের জ্ঞানবাপী মসজিদের সিল করা বেসমেন্টে হিন্দুদের প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছেন। এখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে আসা হিন্দু পুরোহিত এবং হিন্দু ভক্তরাও মসজিদের তেহখানায় পরিদর্শন ও পূজা করার সুযোগ পাবেন।হিন্দু বাদীপক্ষ, যারা মসজিদের অভ্যন্তরে ধর্মীয় অধিকারের পাশাপাশি মুসলমানদের কাছ থেকে এর চূড়ান্ত দখল চাইছেন, তারা আদালতের আদেশকে একটি বিজয় হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে ১৯৮৬ সালে বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা উন্মোচনের সাথে তুলনা করেছেন।
অবশেষে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সংঘ পরিবারের সদস্যদের আহ্বানে জোড়ো হওয়া হিন্দুত্ববাদী জনতা বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়।
জ্ঞানবাপী মসজিদের তত্ত্বাবধায়করা জেলা আদালতের আদেশে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আদালত কোনও প্রমাণ না নিয়েই মন্দিরের পক্ষের দাবি মেনে নিয়েছে।
কয়েকদিন আগেই বারাণসী আদালত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) জ্ঞানবাপী মসজিদের সমীক্ষা রিপোর্টে দাবি করেছিল যে বর্তমান কাঠামো অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণের আগে সেখানে একটি “বড় হিন্দু মন্দির” ছিল এবং মন্দিরের কিছু অংশ পরিবর্তন করে ইসলামিক উপাসনালয় নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল।
জেলা বিচারক অজয় কৃষ্ণ বিশ্বেশা জেলা প্রশাসনকে সাত দিনের মধ্যে মসজিদের দক্ষিণ তেহখানা বা সেলারে পূজা এবং অন্যান্য হিন্দু ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।
বিচারক বিশ্বেশা প্রশাসনকে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টের নিযুক্ত পুরোহিতের মাধ্যমে তেহখানার ভিতরে “মূর্তিগুলির” পূজা এবং “রাগ-ভোগ” পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সংলগ্ন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পরিচালনা করে।
আচার্য বেদ ব্যাস পীঠ মন্দিরের স্থানীয় পুরোহিত শৈলেন্দ্র কুমার পাঠকের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত এই আদেশ দিয়েছে, যিনি মা শৃঙ্গার গৌরী এবং অন্যান্য কথিত দৃশ্যমান ও অদৃশ্য দেবদেবীদের উপাসনা করার অধিকার চেয়েছিলেন।
মসজিদের তত্ত্বাবধায়করা পাঠকের সমস্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে পূর্বে সিল করা সেলারটির ভিতরে মূর্তি রাখা ছিল এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা সেলারটির ভিতরে পূজা করতেন। বিচারক বিশ্বেশা অবশ্য হিন্দু বাদীর পক্ষে রায় দেন এবং জেলা প্রশাসনকে পূজার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় লোহার বেড়া দেওয়ার নির্দেশ দেন।
গত ১৭ জানুয়ারি আদালত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলারটি সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর ২৪ জানুয়ারি সেলারটির দায়িত্ব নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করেন জেলাশাসক। পাঠক তাঁর আবেদনে দাবি করেছিলেন যে মসজিদের দক্ষিণ সেলারে মূর্তি রাখা ছিল এবং পুরোহিত হিসাবে তাঁর পূর্বপুরুষরা সেখানে রাখা মূর্তিগুলির উপাসনা করেছিলেন।
তবে পাঠক আরও দাবি করেছেন যে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরের পরে “পূজারি ব্যাসজি” বা তাঁর মাতামহ সোমনাথ ব্যাসকে মসজিদের ব্যারিকেড অঞ্চলে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। রাগ-ভোগ ও সংস্কার অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি পাঠকের। তিনি দাবি করেছিলেন যে সেলারটির ভিতরে প্রাচীন হিন্দু মূর্তি এবং হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সামগ্রী ছিল। তিনি বলেন, তেহখানার ভেতরে মূর্তিগুলোর নিয়মিত পূজা করা প্রয়োজন।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বারাণসী জেলা বিচারকের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে সোমনাথ ব্যাসের পরিবার ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত জ্ঞানবাপী মসজিদের বেসমেন্টে যে উপাসনা করত তা অত্যন্ত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন যুক্তির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারের নির্দেশে এটি বন্ধ হয়ে যায়।
জ্ঞানবাপী মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটি আদালতে এই দাবি জোরালোভাবে অস্বীকার করেছে।
লিখিত আবেদনে কমিটি আদালতকে জানায়, ব্যাস পরিবারের কোনও সদস্য কখনও সেলারে পুজো করেননি। তাই ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর থেকে কাউকে পুজো করতে বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কমিটি বলেছে, কোনও অভিযুক্ত মূর্তি কখনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না এবং কমিটি পাঠকের দাবি অস্বীকার করেছে যে তার পরিবার সেলারে পৈতৃক পেশা ছিল। তত্ত্বাবধায়করা জানান, সেলারটি বরাবরই মসজিদ কমিটির দখলে ছিল।
মন্দির পক্ষের অন্যতম আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন আদালতের এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে প্রশংসা করেছেন।
এক্স-এ টুইট করে জৈন লেখেন, ‘বারাণসীর জেলা আদালত আজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, মসজিদের মালিকানা পাওয়ার পথে এটি হিন্দুদের প্রথম পদক্ষেপ। তিনি বলেন, রাম মন্দির আন্দোলনের সময় বিচারপতি কে এম পান্ডে ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাবরি মসজিদের তালা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি এই আদেশটি একই রেখায় দেখছি। এটাই এক্ষেত্রে টার্নিং পয়েন্ট। এটি একটি ঐতিহাসিক আদেশ।
মসজিদ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এস এম ইয়াসিন আদালতের আদেশে হতাশ হয়েছেন।
ইয়াসিন বলেন, ‘এখন আমাদের দেশে ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই। ইয়াসিন মন্দির পক্ষের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তেহখানায় কখনও কোনও পূজা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং সেখানে কোনও মূর্তি নেই। সেখানে শুধু বাঁশের খুঁটি আছে।

প্রথম নজর

প্রাথমিকে ৯,৫৩৩ শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: প্রাথমিকে নিয়োগে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ২০২২ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া জোরকদমে শুরু করে দিল। ১১,৭৫৮টি শূন্যপদের মধ্যে ৯,৫৩৩ পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের প্যানেল প্রকাশ করে দিল। খুব শীঘ্রই তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে পর্ষদ সূত্র জানিয়েছে। এতদিন মামলার জটিলতায় আটকে ছিল ২০২২ সালের প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ২০২২ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় বলেছিল যারা চলতি শিক্ষাবর্ষে ডিএলএডের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তারাও নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন। তার বিরুদ্ধে মামলা হলে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেন। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায় বিচারপতি সুহাস তালুকদারের বেঞ্চে। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হলে প্রথমে স্থগিতাদেশ দেয়। অবশেষে স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে নিযোগ প্রক্রিয়ায় চালানোর কথা বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ মেনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৯,৫৩৩ জনের প্যানেল প্রকাশ করে দিল। বাকি ২,২২৫ পদ খালি রাখতে হবে। ওই স্থানে মামলাকারী প্রার্থীদের জন্য।

কংগ্রেস-তৃণমূলের সম্পর্ক খারাপের জন্য দায়ী সিপিএম: মমতা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর
দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার মালদায় অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেসের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের “বন্ধুত্বপূর্ণ” সম্পর্কের অবনতির জন্য সিপিআইএম দায়ী। তিনি বলেন, আমি একটা সময় কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলাম। কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে আমার বোঝাপড়া বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু সিপিএমের কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে। আসন সমঝোতা ব্যর্থ হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাদের নেতাদের একাংশের অতিরিক্ত দাবি শেষ পর্যন্ত তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে একা চলার সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার কথা ভেবেছিলাম। রাজ্য বিধানসভায় তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই। রাজ্য থেকে মাত্র দুটি লোকসভা আসন রয়েছে তাদের। তাই দুটো দিতে রাজি ছিলাম। ওই দুটি আসন থেকে তাদের জয় নিশ্চিত করেছি। কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তখন আমি ভেবেছিলাম যথেষ্ট হয়েছে। যে সিপিএম আমাকে বারবার হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের সঙ্গে আমি এগোতে পারব না। পশ্চিমবঙ্গে ওরা বহু মানুষকে খুন করেছে।
মমতা আরও বলেন, সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়া আসলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে লাভবান করবে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস একা লড়ে বিজেপিকে হারানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোই ভাল।
বুধবার সকালে ন্যায় যাত্রার সমাবেশ চলাকালীন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির গাড়ির পিছনের উইন্ডস্ক্রিন ভাঙার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনাটি আসলে বিহারে ঘটেছিল বাংলায় ঢোকার ঠিক আগে। আমি এ ধরনের কাজ সমর্থন করি না। আমি যে কারো ওপর হামলার নিন্দা জানাই। কিন্তু পরে জানতে পারি ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কাটিহারে। সেই ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন নিয়েই বাংলায় ঢোকে ওই বিশেষ যানটি। বিহারে নীতীশ কুমারের দল সবে বিজেপির পাশে চলে এসেছে। অন্যদিকে অন্যরা ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং এটা সেখানে ঘটে থাকতে পারে।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, কেউ হয়তো পাথর ছুড়েছে। বিহারের কাটিহারে রোড শো করে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছন রাহুল। এই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান কংগ্রেস নেতা। ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন নিয়ে গাড়িতে ৩৮ কিলোমিটার যাওয়ার পর রাহুল নির্ধারিত স্থানে পৌঁছন। বাংলা সফরের পর ঝাড়খণ্ডে যাবেন তিনি।

অর্থ দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার ইডির হাতে

আপনজন ডেস্ক: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) সভাপতি হেমন্ত সরেনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জেএমএমের সংসদ সদস্য মহুয়া মাঝি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফাতারের খবর নিশ্চিত করেন। মহুয়া মাঝি রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছেন চম্পাই সরেনকে ঝাড়খন্ডের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে।
২০০২ সালের আইন প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৫০ ধারার অধীন একটি জমি কেলেঙ্কারির মামলায় অর্থ পাচারের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সরেনকে গত মাসে তলব করেছিল ইডি। রাজ্যের রাজধানীতে রাঁচিতে অবৈধ খনন ও জমি কেলেঙ্কারির দুটি মামলা ইডিতে তদন্তাধীন। মহুয়া মাঝি সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ইডি হেফাজতে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ইডি টিমের সঙ্গে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলেন পদত্যাগপত্র জমা দিতে। চম্পাই সরেনই হবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। আর আমাদের কাছে যথেষ্ট সংখ্যায় বিধায়ক আছেন।’
দিল্লির বাসভবনে ইডির তল্লাশির প্রতিবাদ করেছেন হেমন্ত সোরেন। তিনি তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট আইনের ধারায় ইডির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলাও করেছেন। সোরেন অভিযোগ করেছেন, ইডি দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে তাঁকে এবং তাঁর সমগ্র সম্প্রদায়কে হয়রানি ও অপমান করার জন্য তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেছে।’ এদিকে রাঁচির বরিষ্ঠ পুলিশ সুপার চন্দনকুমার সিনহা বলেছেন, ‘কিছু ঊর্ধ্বতন ইডি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই মর্মে আবেদন পেয়েছি।’ আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী সরেন বলেছেন, ‘আমার পরিবারের সদস্যরা এবং আমি তাদের (ইডি) কৃতকর্মের কারণে প্রচুর মানসিক চাপ এবং মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।’

প্রথম নজর

দোকান থেকে চুরির মোবাইল প্রেমিকাকে উপহার!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: সাধারণত বেশ কয়েকদিন ধরেই পোলবা থানার নানান এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে, কখনো বন্ধ বাড়িতে কখনো বন্ধ দোকানে, বেশ কয়েকদিন ধরে পোলবা থানা বেশ সাফল্যও পেয়েছে, ২ দিন আগেই ডাকাতির জন্য জড়ো হওয়া মেটিয়াব্রুজ ও খিদিরপুরের ৩ জন ডাকাতকে গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ। কাল রাতে অভিযান চালিয়ে দুটি চুরির ৩ জনকে গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে কামদেবপুরের চুরির ঘটনায় চন্দননগরের বাসিন্দা অলোকনাথ মহোন্তোকে গ্রেফতার করে এবং মহানদের মোবাইল দোকানের চুরির ঘটনায় মহানদ নাগরপাড়ার বাসিন্দা রাহুল মন্ডল ও মিহিলাল মন্ডলকে গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ। জানা যায় রাহুল মন্ডল তার বন্ধুকে দোকানের বাইরে দাঁড় করিয়ে মোবাইল দোকানের পিছনের দরজা ভেঙে মোবাইল চুরি করে এবং সেই মোবাইলই নিজের প্রেমিকাকে ও বন্ধুদের উপহার দেয়। অবশেষে পোলবা থানার পুলিশ সকলকেই গ্রেফতার করে আজ চুঁচুড়া সদর আদালতে পাঠিয়েছে।

হাইমাদ্রাসার শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতা

আপনজন: হাওড়া জেলার আমতা থানার সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার ভূগোল শিক্ষক জবেদ আলী খাঁ সাহেব অবসর গ্রহণ করলেন। এদিন মাদ্রাসাতে তিলওয়াতে কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং বিদায়ী সংবর্ধনার মাধ্যমে তাকে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের মধ্যে আয়নাল খাঁ, হারাধন খাঁ, প্রাক্তন শিক্ষক হাবিবুর রহমান মল্লিক, প্রশান্ত কুমার মাইতি ও প্রাক্তন অশিক্ষক কর্মচারী আব্দুল গাফফার মল্লিক ও মাদ্রাসার প্রাক্তন টিচার ইনচার্জ এবং কাঁচড়হরী গুয়াইদহ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ জামিউর রহমান। বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার বেরা, শিক্ষক ও হোস্টেল সুপার মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোলাম খাঁ।

মালদায় গনিখানকে স্মরণ রাহুল গান্ধির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রায় মালদায় এসে ফের আরো একবার প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর নাম স্মরণ করে গেলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী। হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান সাংসদ রাহুল গান্ধী। বুধবার সন্ধ্যায় মালদার ইংরেজবাজার শহরে ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচি নিয়ে প্রবেশ করেন রাহুল গান্ধী।

ইংরেজবাজারের শোভানগর থেকে শহরের ফোয়ারা মোড়ে চলে এই কর্মসূচি । সেখানেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংসদ রাহুল গান্ধী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ এই এআইসিসির শীর্ষ নেতারা।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, বাংলায় এবং কেন্দ্রে যেভাবে হিংসার রাজনীতি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে । অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আজকের এই ভারতরজোড়ো ন্যায়যাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দিকে দিকে এই প্রচার ছড়িয়ে দিতে হবে। সামাজিক ন্যায়, কৃষকের ন্যায়, মহিলা থেকে মজদুরদের ন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই আজকের এই কর্মসূচি গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। একদিকে যখন হিংসার বিচারধারা চলছে । অন্যদিকে ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে । এদিন ইংরেজবাজার শহর থেকে কালিয়াচকের সুজাপুরে রওনা দেয় রাহুল গান্ধীর ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রা । এদিন রাতে সুজাপুরে বিশ্রাম নেবেন রাহুল গান্ধী।

জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলার বুকে তৃনমূল কংগ্রেসের আধিপত্য থাকলেও রামপুরহাট মহকুমা এলাকায় বাম-কংগ্রেস জোট বেশকিছু পঞ্চায়েত তথা আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালন স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের স্বৈরাচারী মনোভাব, বঞ্চনা,বৈষম্য , অমর্যাদা, সীমাহীন দুর্নীতি এরূপ দশ দফা দাবির প্রেক্ষিতে বুধবার রামপুরহাট মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে গন অভিযান সহকারে। ডেপুটেশন প্রদানের নেতৃত্বে থাকা সিপিএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মনের অভিযোগ- যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকের কাছে লজ্জা। তৃণমূল কংগ্রেস, প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হচ্ছে। তাদের যেহেতু লাজলজ্জা নেই, সেইহেতু এইরকম কর্মসূচিতে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আরো বলেন, রামপুরহাট মহকুমায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৪৭ টা আসন রয়েছে যার মধ্যে বাম-কংগ্রেসের মিলিত জোট ২৮২ টি আসন পেয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ১৫৮ আসনের মধ্যে ২৯ টি এবং জেলা পরিষদের ২০ টি আসনের মধ্যে ১ টি আসনে জয়লাভ করে সিপিএম, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস জোট। নির্বাচিত বাম-কংগ্রেস জোটের জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে ওই এলাকায় কাজ করছে। জোটের জনপ্রতিনিধিদের পঞ্চায়েত, ব্লকের মধ্যে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাদের উন্নয়নমূলক কাজের কোন খবর দেওয়া হচ্ছেনা। বোর্ড মিটিংয়ে রেজুলেশনের কপি দেওয়া হচ্ছেনা। পুরোটাই লুঠ করার জন্য এই ব্যবস্থা তৃনমূল কংগ্রেসের। বিডিও, মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে জেলা শাসক পর্যন্ত তারা ও কার্যতঃ সহযোগিতা করছেন এই লুঠ ও স্বৈরাচার কে। আজকে মূলত তারই বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার আগের মুহূর্তে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের নিকট অভিযান সহকারে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। আমরা বিচার চেয়েছি এই বৈষম্য, এই স্বৈরাচার, এই অমর্যাদার ও দুর্নীতির অবসান করতে হবে।

মুর্শিদাবাদে এখন বিএসএফ খুব অত্যাচার শুরু করেছে: মমতা

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বুধবার সকাল থেকেই জেলার প্রাণকেন্দ্র বহরমপুর সাজসাজ রব,জেলার বিভিন্ন প্রান্তর থেকে সরকারি আধিকারিকের পাশাপাশি তৃণমূলের বিধায়ক, সাংসদ,পঞ্চায়ে সমিতির সভাপতি জেলাপরিষদের সভাধিপতি সহ প্রধান ও মেম্বার গণেরা দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাজির হয় স্টেডিয়াম ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে।জেলার শেষ প্রান্ত জলঙ্গী বিধান সভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ও তৃণমূলের ব্লক সভাপতিদের সহযোগিতায় বাস ও ছোট গাড়িতে করে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায়।

রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে হেলিকপ্টারে করে মালদা থেকে পৌঁছলেন বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ বহরমপুর স্টেডিয়াম ময়দানে। মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প

উদ্বোধন করেন। ট্রাই সাইকেল বিতরণ, জমির পাট্টা প্রদান,সবুজ সাথী সাইকেল বিতরণ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয় এদিনের সভা থেকে। তিনি জেলাবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপির সরকার কে একাধিক ভাষায় আক্রমণ করে বলেন রাজ্যের পাওনা একশো দিনের কাজের টাকা সহ আবাস যোজনা ঘরের অর্থ বন্ধ করে রেখেছে। তিনি আরো বলেন কিন্তু আমাদের সরকার রাজ্যবাসীর জন্য প্রায় ৪০ দিনের কাজের টাকা সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।তিনি আরো বলেন মুর্শিদাবাদে বর্তমানে বিএসএফের খুব অত্যাচার শুরু করেছে পরিচয় পত্র থাকার পরেও আবার নতুন করে তাদের কাছ থেকে আই কার্ড নিতে বলছে,কত কার্ড লাগব , জর্ব কার্ড স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড সহ একাধিক কার্ড রয়েছে মানুষের তার উপর এই অত্যাচার করছে বিএসএফ।

বিজেপি রাজ্য গুলোকে তুলে ধরে বলেন সেখানে এখন মাংস , ডিম, মাছের দোকান বন্ধ করছে, মানুষ কি খাবে আর কি খাবেন সেই বিষয়ও ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার ।

বাংলায় বাম সরকারের অত্যাচারের কথাও এদিন তুলে ধরে বলেন আমার মাথা, চোখে, শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করেছে তারা ,এবং মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ার খুনের ঘটনা তুলে ধরে বলেন তখন আমি এসেছিলাম সেই ঘটনায় তার পরেই আবারও বলেন যেখানেই মানুষ বিপদে পড়েছে আমি ছুটে এসেছি ২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি বালির ঘাটের দুর্ঘটনার কথা তুলে ধরে বলেন আমি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছি মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং চাকরি দেওয়া হয়েছে। জেলাবাসী দুহাত ভরে আমাদের দিয়েছেন আমরাও দিয়েছি অনেক কিছু এমনকি পরিযায়ী শ্রকিমকদের জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতা কর্মী ও বিধায়ক সাংসদ দের নিয়ে বহরমপুর স্টেডিয়াম ময়দান থেকে বহরমপুর শহরের রাজপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে বেরাক স্কয়ার ময়দানে যান,সেখান থেকেই আবারও আকাশ পথে নদীয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।এদিনের সভায় জনজোয়ার লক্ষ্য করা যায়।

বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মা-মেয়ের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার পথে দুর্ঘটনার মৃত্যু হল মা মেয়ের। আহত স্বামী চিকিৎসাধীন আছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মটর বাইকের পেছনে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হলো বাইকে থাকা মা ও মেয়ের।

মৃত মহিলার নাম মঙ্গলী টুডু বয়স আনুমানিক ৩০ বছর, সুজাতা টুডু বয়স সাড়ে ৩ বছর। বাড়ি গলসি থানার দরবাপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার স্বামীর সাথে মেয়েকে নিয়ে বাইকে চেপে ওরগ্রাম এলাকা থেকে গলসিতে ফেরার পথে। ওরগ্রাম এলাকায় হাম্পের কাছে একটি লড়ি বাইকের পেছনে ধাক্কা মারে।

এর ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু কন্যার।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্বামী স্ত্রী উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার হাসপাতালেই মৃত্যু হয় মহিলার।

মৃতদেহ দুটির ময়নাতদন্ত হলো বুধবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন মৃত গৃহবধূর স্বামী ৩৬ বছরের সুকুল টুডু।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অঙ্গনওয়াড়িতে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আবারও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের অভিযোগ তুলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের বালিডিহা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও শিশুদের খাদ্য তৈরি করা হয়।একাধিক বার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কে জানানো হলেও তার কোনও সুরাহা হয়নি। তাই গ্রামের মানুষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ। আজ অভিযোগ খতিয়ে দেখতে যান আইসিডিএস এর সুপারভাইজার।

রাহুলের 'ন্যায় যাত্রা' মালদায় ঢোকার মুখে বাংলা-বিহার সীমান্তে ভাঙল গাড়ির কাঁচ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' মালদায় ঢোকার মুখে বাংলা-বিহার সীমান্তে ভাঙল রাহুল গান্ধীর গাড়ির কাচ।বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিহার হয়ে মালদায় ঢুকে রাহুলের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'।যাত্রাপথে মালদায় ঢোকার মুখে ঢিল ছুড়ে রাহুলের গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।হামলার পর গাড়ি থেকে নেমে আসেন রাহুল গান্ধী।ওই গাড়িতে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এছাড়া রাহুলের সঙ্গে ছিলেন কে সি বেণুগোপাল,জয়রাম রমেশ।এই বিষয়ে অধীরের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য,'বুঝে নিন,কারা ভাঙতে পারে?'এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলা-বিহার সীমান্ত মোহড়া পাড়ায় একটি ছোট সভা করার কথা ছিল রাহুলের।সভাস্থলে বাংলা ও বিহার থেকে যথেষ্ট মানুষ আসার কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।অপরদিকে একই দিনে মালদায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভা থাকার কারণে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় সুনিশ্চিত প্রশাসনিক নিরাপত্তার অভাবে মঞ্চে কোনো বক্তব্য রাখতে পারেননি বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ বিহার থেকে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচি শুরু হয়।কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় রাহুল গান্ধীর গাড়ি পৌঁছাতেই সেখানেই ঢিল ছুঁড়ে কাঁচ ভাঙার অভিযোগ তুলে কংগ্রেস।আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব রীতিমতো প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হয় চার চাকার একটি গাড়িতে।সেই সময় সাংসদ রাহুল গান্ধী ছিলেন।তখনই কাঁচ ভাঙ্গার ঘটনাটি ঘটে।অভিযোগ,ভীড়ের মধ্যে পিছন থেকে কেউ বা কারা ঢিল ছুঁড়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে। সাংসদ অধীর চৌধুরী আরো বলেন, আমরা প্রথম থেকে রাহুল গান্ধীর বিশ্রামের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা এলাকায় সেচ দপ্তরের গেস্ট হাউস নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম।কিন্তু প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য সেই গেস্ট হাউস দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে রতুয়ার দেবীপুর এলাকায় একটি খেলার মাঠে রাহুল গান্ধীর বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প করা হয়। কিন্তু তার আগেই এমন ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও আমরা অভিযোগ জানিয়েছি।

ডিআরএম-এ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রেলের হকারদের উপর আরপিএফের অত্যাচারের প্রতিবাদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রতিবাদ সভা হল হাওড়ায়। বুধবার বিকেলে হাওড়া স্টেশনে ডিআরএম অফিসের বিপরীতে ওই সভার আয়োজন করা হয়। ডিআরএম অফিসে দেওয়া হয় ডেপুটেশন। এদিন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রেল হকারদের উপর আরপিএফ নজিরবিহীন আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উপর জুলুম চালানো হচ্ছে। রেল রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কংগ্রেস-সিপিএম বিজেপির দালালি করছে এ রাজ্যে, মন্তব্য কুনালের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যেই শাসক দলের নেতাকর্মীরা ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাটে বেণীপুরে একটি স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হন তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা সহ মগরাহাটের শীর্ষ স্থানীয় তৃণমূলের নেতৃত্বরা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ তিনি বলেন। এ রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বিজেপির হয়ে দালালি করছে। এ বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস আর সিপিএম আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে জোট হোক কিংবা না হোক তৃণমূল ২০২১ সালে বিজেপিকে একাই হারিয়েছে লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপিকে একাই হারাবে। এছাড়াও তিনি আরো বলেন, সিপিএম আর কংগ্রেস বিজেপির বি টিম আর সি টিমের ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বাসঘাতকদের কোনো সমর্থন বাংলার মানুষ দেবেনা। কংগ্রেস আর সিপিএম মিলে শূন্য এরার যে ওদের আছে কি যে তৃণমূলকে সমর্থন করবে। রাজ্যের যে কটা জায়গায় উপনির্বাচন হয়েছে সেই কটা জায়গায় কংগ্রেস সিপিএম মিলেই ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। যেখানে যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানেই কংগ্রেস সিপিএমের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন যে এনআরসি চালু করার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আলাদা করে পরিচয় পত্র চালু করার ব্যবস্থা করছে বিএসএফ। এমনই মন্তব্য করতে শোনা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও বিএসএফের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এনআরসির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই বা এই ধরনের কোন পরিচয় পত্র বিএসএফের তরফ থেকে চালু করা হচ্ছে না। আর এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ তিনি বলেন, বিএসএফের পক্ষ থেকে একটি গোপন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলার পর সেই গোপন প্রক্রিয়া থেকে তারা সরে দাঁড়াচ্ছে। আমরা পরিষ্কার জানাচ্ছি যে সীমান্তে কোন পরিচয় পত্র বা কোন কার্ড বিএসএফ দিলে নেবেন না। যেখানে যেকোনো কার্ডের প্রয়োজন আছে সেখানে জেলাশাসক সমস্ত বিষয় দেখে নেবে।

রাহুল গান্ধীর কনভয়ের উপর যে হামলা ঘটেছে সেই ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই এবং পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এই ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনা ঘটেছে কাঠিয়ায় এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই যে বা কারা এই ঘটনাকে উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ কে বা তৃণমূল কংগ্রেসকে জড়াতে চাইছে তারা এই ঘটনা থেকে বিরত থাকুন।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন সাড়ম্বরে

ইসরাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিট্যাবল ট্রাষ্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। কমিটির চেয়ারম্যান সাব্বির আলি ওয়ারসির নেতৃত্বে এবং,আহমদ হাসান ইমরান সম্পাদক পুবের কলম, অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্য তথা মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ, বিধায়ক নূরুল ইসলাম, কামরুল হুদার মতো নেতৃত্বদের সর্বদা সহযোগিতা এবং মুস্তাফিজ হাশমী ভাইস চেয়ারম্যান,জিয়াউল হক লস্কর সভাপতি,ক্বারী ফজলুল রহমান ইমামে ঈদাইন,মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক,মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান কোষাধক্ষ্য,সেখ আয়ুব আলী প্রমুখ। আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন কে সাফল্য মন্ডিত হয়ে ওঠে ক্বারী মেক্বদাদ আল সাঈদ (মক্কা মুকাররমা, সউদি আরব) মাগরিব নামাজের আজান দেওয়া ও জামাতের ইমামতি করেন, শায়েখ ক্বারী সাইয়েদ মুস্তফা আল হুসাইনী (ইরান),শায়েখ ক্বারী আইমান রিজওয়ান (মালোশিয়া), শায়েখ ক্বারী আব্দুল ওয়াদুদ (বাংলাদেশ), ক্বারী মহম্মদ রেজা আযহারী (নেপাল),ক্বারী আব্দুর রউফ (দারুল উলুম দেওবন্দ),ক্বারী মাহমুদ খালিদ (হরিয়ানা),ক্বারী তয়্যেব জামাল (সাহারানপুর, ইউ.পি),ক্বারী সাদাকাত আযহারী (বিহার) * ক্বারী আবুল ক্বাসিম (ভাগলপুর, বিহার),ক্বারী শাহিদ ইরফানী (কোলকাতা),ক্বারী মহম্মদ আব্বাস (পার্কসার্কাস) * ক্বারী বেলাল আযহারী (গাজীপুর, ইউ. পি),ক্বারী আল হাসান আযহারী (রামপুর, ইউ.পি),ক্বারী আব্দুর রহিম (মুম্বাই)।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে নানা স্বাস্থ্য সেবা

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে 'ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড' সংস্থার সাথে যুক্ত ম্যাজিক এন্ড আর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সহিদুল হক মন্ডল। এবার পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক বার্তা এবং সেবা কর্মসূচি গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য মেলা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, চশমা বিতরণ, 'সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ' প্রচার কর্মসূচী ও হেলমেট বিতরণ সবটাই ছিল পারিবারিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ। অন্যদিকে সহিদুল হক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী এক কোটি ফলের চার রোপনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এ রাজ্যে তারও সূচনা হয়। এ দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসী এবং জেলা, রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে শহিদুল হকের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন বহু বিশিষ্টজন। সমগ্র আয়োজন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার অন্তর্গত কলসুর গ্রামের সহিদুল হকের পৈতৃক বাড়ি সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমিতে অস্থায়ী প্যান্ডেল মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল ওই কর্মসূচির জন্য। শহিদুলের পরিবার সূত্রে জানা যায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যা ছড়ায় ৫ হাজারের গণ্ডি, অতিথি আপ্যায়নে রাখা হয়েছিল ৫০ টিরও বেশি খাবার স্টল। রাজ্যের একাধিক বিধায়ক, জন প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অনুষ্ঠান সূচনায় কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন দুবাইয়ের স্বনামধন্য ক্বারী, এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার মনোতেষ সজ্জন, বাংলাদেশের বিদেশ সচিব জুয়েল মোহম্মদ সহ বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে সহিদুল হক বলেন 'এটা আমার পরিকল্পনা ছিল, ছেলের সুন্নতি অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে সকলকে সেবার মধ্যে দিয়ে দোয়া এবং আশীর্বাদ পেতে চাই।'

প্রথম নজর

মালদ্বীপের প্রধান কৌঁসুলির ওপর হামলা

আপনজন ডেস্ক: দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের প্রধান কৌঁসুলি (প্রসিকিউটর জেনারেল) হুসাইন শামীমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (৩১ জুলাই) স্থানীয় সময় সকালে রাজধানী মালেতে অবস্থিত নিজ বাড়িতে ঢোকার সময় এক দুর্বৃত্ত হাতুড়ি নিয়ে তার ওপর হামলা চালায় বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ফ্রি প্রেস জার্নাল। আহত শামীম এডিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, নির্ধারিত পার্কিংয়ের জায়গায় সাইকেল রেখে শামীম তার বাড়িতে ঢুকছিলেন। তখনই হামলাকারী ব্যক্তি একটি হাতুড়ি নিয়ে তাকে আঘাত করেন। এতে তার ডান হাতে আঘাত লাগে। হাতের হাড় ফেটে যাওয়ার কারণে শামীমকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে তার আঘাতের তীব্রতা কতটুকু, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মালদ্বীপ পুলিশের পক্ষ থেকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে পাঠানো খুদে বার্তায় বলা হয়, 'প্রসিকিউটর জেনারেল হুসাইন শামীমকে এডিকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তদন্তে পাওয়া তথ্য বলছে, তাকে ধারালো কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়নি।' শামীমের ওপর হামলার উদ্দেশ্য কী, তা জানা যায়নি। এখন পর্যন্ত হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পুলিশ বলেছে তদন্ত চলছে।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আবারও মনোনীত ট্রাম্প

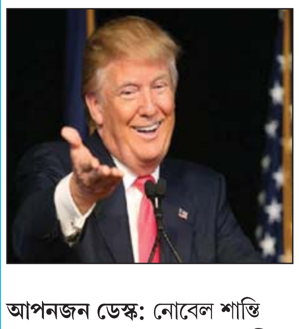

আপনজন ডেস্ক: নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আবারও মনোনীত হয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক এ পুরস্কারের জন্য এ নিয়ে চতুর্থবার তার নাম প্রস্তাব করা হলো। ইসরায়েলের সঙ্গে আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশের সম্পর্কোন্নয়ন চুক্তি, তথা আব্রাহাম অ্যাকর্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রাখায় শান্তিতে নোবেল দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছেন তারই দলের এক আইনপ্রণেতা। ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত আব্রাহাম অ্যাকর্ড চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। পরে মরক্কো এবং সুদানও একই পথ অনুসরণ করে। ওই চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউইয়র্কের রিপাবলিকান সদস্য ক্লডিয়া টেনি নাম প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস তৈরিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহসী প্রচেষ্টা ছিল নজিরবিহীন। কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি তার স্বীকৃতি দিতে পারেনি। তাই আজ তার মনোনয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছি।' টেনি বলেছেন, দশকের পর দশক ধরে আমলা, পররাষ্ট্রনীতি পেশাদার, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জোর দিয়ে বলে এসেছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেটিকে ভুল প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালে মিশর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি এবং ১৯৯৪ সালের অসলো চুক্তি উভয়ই নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছিল। তবে এখন পর্যন্ত আব্রাহাম চুক্তিতে ট্রাম্পের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আব্রাহাম অ্যাকর্ডস প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহসী প্রচেষ্টা ছিল 'নজিরবিহীন', যা নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি বারবার অস্বীকার করে চলেছে।

টেনির মতে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে জো বাইডেনের দুর্বল নেতৃত্ব যখন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলছে, তখন অবশ্যই ট্রাম্পকে তার শক্তিশালী নেতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তি অর্জনে প্রচেষ্টার জন্য স্বীকৃতি দিতে হবে। এটি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। এর আগে, ২০২০ সালে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে ভূমিকা রাখায় নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন ট্রাম্প। সেবার তার নাম প্রস্তাব করেছিলেন নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য ক্রিশ্চিয়ান টাইব্রিং-গেড্ডে। নরওয়ের এই রাজনীতিক ২০১৯ সালেও ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সেবার উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রচেষ্টার জন্য ট্রাম্পকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি।

মক্কার চার হাজার আবাসিক ভবনে থাকবেন ২০ লাখ হজযাত্রী

আপনজন ডেস্ক: এবারের হজ মৌসুমে ২০ লাখ হজযাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব। এরই মধ্যে মক্কায় পাঁচ লাখ কক্ষবিশিষ্ট চার হাজার ভবনকে লাইসেন্স দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গালফ নিউজ এ তথ্য জানায়।

মক্কা নগর কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র ওসামা জায়াতুনি বলেন, 'নগর কর্তৃপক্ষ এবার পাঁচ লাখ কক্ষবিশিষ্ট চার হাজার ভবনকে লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এসব কক্ষে ২০ লাখ হাজির আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। গত বছরের তুলনায় এবারের হজে ভবনের সংখ্যা অনেক বাড়তে পারে। এরই মধ্যে হজযাত্রীদের আবাসন হিসেবে এক হাজার ভবনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লাইসেন্সের আবেদন করা যাবে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ মাসের শুরুতে পবিত্র হজ মৌসুমের কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়। ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

হজ মৌসুমের নতুন নির্দেশনা অনুসারে, চুক্তি চূড়ান্ত করার আগ পর্যন্ত হজের স্থানগুলোতে কোনো দেশের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হবে না।

গত বছরের জুনে করোনা-পরবর্তী সর্ববৃহৎ হজে ১৮ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেয়, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ জন বিদেশি হজযাত্রী ছিল। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ফিলিস্তিনিদের জন্য অনশনে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েলকে সমর্থন ও অনাহারকে 'যুদ্ধাস্ত্র' হিসেবে ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটে বসছেন আমেরিকার দুই ডজনেরও বেশি সরকারি সংস্থার কর্মীরা। স্থানীয় সময় আগামী বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি পালন করবেন তারা। ২৭টি মার্কিন সরকারি সংস্থা ও বিভাগের কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান 'ফেডস ইউনাইটেড ফর পিস', এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি জানায়, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল গাজার মানবিক সংকটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অংশগ্রহণকারী ফেডারেল কর্মচারীরা তাদের অফিসে কালো পোশাক পরে বা কেফিয়াহ স্কার্ফ বা ফিলিস্তিনি সংহতির অন্যান্য প্রতীক পরিধান করবেন। একজন ফেডারেল কর্মচারী জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এই অঞ্চলে (গাজা) প্রায় ২০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে। ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় খাদ্য প্রবেশে বাধা দিচ্ছে এবং এটিকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসে ব্যবহার করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে ফেডস ইউনাইটেড ফর পিস ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি জানিয়ে অফিস ওয়াকআউটের আয়োজন করেছিল, যা ওয়াশিংটনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাদের প্রতিবাদকে 'অবাধ্যতা' বলে সমালোচনা করেছিলেন। লুইসিয়ানার রিপাবলিকান হাউস স্পিকার মাইক জনসন সমালোচনা করে বলেছিলেন, "তাদের (প্রতিবাদকারীদের) বরখাস্ত করা উচিত।" উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের আকাশ ও স্থল হামলায় রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহত হয়েছে ২৬ হাজার ৬৩৭ ফিলিস্তিনি। যার বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া হামলায় আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৩৮৭ জনে। জাতিসংঘ বলছে, গাজায় ইসরায়েলি অবরোধের ফলে খাদ্য, ওষুধ ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটে রয়েছে অন্তত ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা।

বাংলাদেশের টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে বিশ্ব ইজতেমা শুরু হতে আর মাত্র দুই দিন বাকি। আগামী শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) ফজরের নামাজের পর আম বয়ানের মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম পর্ব (জুবায়েরপন্থী) শুরু হবে। তবে মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) থেকেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসল্লিরা দলে দলে ময়দানে আসতে শুরু করেছেন। মিজান আকন্দ, বাংলাদেশ

চরম খাদ্য সংকটে গাজায় 'নারকীয় পরিস্থিতি': ডব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের গাজায় খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটি জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে খাবারের ব্যাপক সংকট থাকা সত্ত্বেও সেখানে খাবার সরবরাহ করতে পারছে না। তল্লাশি কেন্দ্রগুলোতে বিলম্বের ফলে সেখানে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

গাজার উত্তরাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের পর ত্রাণকর্মী মার্সি কর্পস বলেন, দুজনকে দেখলাম দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রচুর লোকজনের ভিড়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওই এলাকায় খাদ্য সরবরাহ তেমন একটা হয়নি।

রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের আল-আমল হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। এখন তারা চিকিৎসকদের এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের এলাকা ছাড়তে বলছে।

গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২শ'র বেশি মানুষকে হত্যা করে হামাস। জিম্মি করে নিয়ে যায় ২৪২ জনকে। প্রতিশোধ নিতে ওইদিন থেকেই গাজায় তীব্র আকাশ হামলা শুরু করে ইসরায়েল। পরে স্থল অভিযান শুরু করে দখলদার দেশটি, যা এখনো অব্যাহত আছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৭৫১ জনে। এছাড়া, ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছে আরো ৬৫ হাজার ৬৩৬ জন।

নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেখছেন হামাস নেতা ইসমাইল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দুই মাসের যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব দিয়েছে ইসরায়েল ও আমেরিকা, তা পর্যালোচনা করে দেখছেন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসেন আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রধান উইলিয়াম বার্নস, ইসরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের প্রধান ডেভিড বার্নিয়া এবং কাতার ও মিশরের কর্মকর্তারা। বৈঠকে কাতার ও মিশর মধ্যস্থতা করছে। প্যারিস বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে খবর বেরিয়েছে, যুদ্ধবিরতির বিষয়টি ইসমাইল হানিয়াসহ হামাসের ঊর্ধ্বতন নেতারা পর্যালোচনা করে দেখছেন। এর আগে হামাস বারবারই জোর দিয়ে বলেছে, গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ এবং গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে তারা কোনও আলোচনা করবেন না। হামাস মনে করে, যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দিলে বিরতি শেষে ইহুদিবাদী দেশটি আবার সংঘাত শুরু করবে। এখন জিম্মিদের ব্যবহার করে হামাস যে রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা আদায় করতে পারে, বন্দিদের মুক্তি দিলে সেই সুযোগ তাদের হাতছাড়া হবে। ফলে হামাসকে অনেকটা ব্যাকফুটে চলে যেতে হবে। সে কারণে সংগঠনটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি নয় বরং স্থায়ীভাবে যুদ্ধের অবসান চায়। অন্যদিকে, ইসরায়েল মনে করছে হামাসকে নির্মূল করা ছাড়াই যদি তারা যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করে তাহলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে এবং বলতে পারবে না যে, তারা আমাকে ধ্বংস করেছে। বরং উল্টো প্রশ্নের মুখে পড়বে- হামাসকে যদি ধ্বংস করা সম্ভব না-ই হয় তাহলে কেন এত দীর্ঘ সময় ধরে এই যুদ্ধ চালানো হল এবং এত মানুষের প্রাণহানির কী প্রয়োজন ছিল?

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাকিস্তানে সংসদ সদস্য প্রার্থীকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ায় রেহান জেব খান নামের এক স্বতন্ত্র প্রার্থীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বুধবার (৩১ জানুয়ারি) প্রদেশটির বাজুর জেলায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির পুলিশ জানিয়েছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগ দিয়ে বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়ায় সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এরই মধ্যে এমন হত্যার খবর এল। আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে উল্লেখিত প্রদেশে। এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ভোটাররা। বাজুর জেলা পুলিশের কর্মকর্তা রশীদ খান বলেন, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন গুলিতে নিহত রেহান জায়েব খান। তিনি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। বাজুর জেলায় রেহান জায়েব খান ও তার চার সহযোগীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তিনি বলেন, পরে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রেহান জায়েব খান ও তার সহযোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই নির্বাচনী প্রার্থী। এ ছাড়া তার চার সহযোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে, বুধবার দুর্নীতির এক মামলায় ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৪ বছরের করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে পিটিআই জানিয়েছে। পাকিস্তানের এবারের নির্বাচনে ইমরান খানের দলের ঐতিহ্যবাহী নির্বাচনী প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দলটির প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পিটিআইয়ের প্রাদেশিক সভাপতি আতিফ খান বলেন, রেহান জায়েব খান পার্টির সদস্য হলেও পিটিআইয়ের আনুষ্ঠানিক সমর্থনে ওই এলাকায় অন্য প্রার্থী রয়েছেন। ব্যালটে দলীয় প্রতীক না থাকায় দেশটিতে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী খানের দলীয় সমর্থন আছে বলে দাবি করছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পিটিআইয়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সমর্থনে ব্যাপক দমন অভিযান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯ মি.

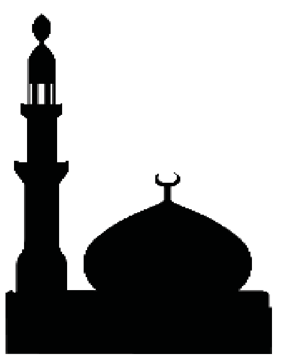

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৮	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

অস্ত্র রফতানিতে নতুন রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত বছর বিদেশি সরকারগুলোর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের সরঞ্জাম বিক্রি ১৬ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ২৩৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের আশপাশের দেশগুলো নিজেদের সুরক্ষা জোরদার করতে নতুন অস্ত্র কিনছে। পশ্চিমা মিত্রদের অনেকেই ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে।

জেলেনস্কির সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বহিষ্কার হচ্ছেন ইউক্রেনের সেনাপ্রধান

আপনজন ডেস্ক: ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনিকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এ সপ্তাহের শুরুতে এ ব্যাপারে গুঞ্জন শুরু হয়। এখন এটিই সত্য হতে যাচ্ছে। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, গত সোমবার (২৯ জানুয়ারি) এক বৈঠকে সেনাপ্রধান জালুঝনিকে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানান, তিনি তাকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন। ওই সময় জেনারেল জালুঝনিকে অন্য জায়গায় পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেন জেলেনস্কি। কিন্তু তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। তবে বর্তমানে ইউক্রেনে জেলেনস্কির চেয়েও বেশি জনপ্রিয় জেনারেল জালুঝনি। সম্প্রতি চালানো একটি জরিপে দেখা গেছে– যদি এ মুহূর্তে ইউক্রেনে নির্বাচন হয়; তাহলে এতে জালুঝনির কাছে হারবেন জেলেনস্কি। গত কয়েক মাস ধরে জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে বহুল প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইউক্রেনীয় সেনারা। তবে সেটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এরপর নভেম্বরে সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনোমিস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেনারেল জালুঝনি বলেন, যুদ্ধ অচলাবস্থায় চলে যাচ্ছে।

জর্ডানে হামলার জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে মার্কিন বাহিনীর ওপর মারাত্মক ড্রোন হামলার জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত বা বৃহত্তর যুদ্ধ চান না। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

গত রোববার জর্ডানের উত্তরপূর্বাঞ্চলে সিরিয়া ও ইরাক সীমান্ত সংলগ্ন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত ও ৪০ জনেরও বেশি আহত হয়। গতবছর অক্টোবরে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওই অঞ্চলে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীর ওপর বহু হামলা হলেও এটিই প্রথম প্রাণঘাতী হামলা ছিল। হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, ইরান সমর্থিত কট্টর গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে এবং 'এর জবাব দেওয়া হবে'। এমন অবস্থায় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন, জর্ডানে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। জবাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, 'হ্যাঁ'। হামলার ঘটনায় ইরানকে দোষারোপ করা উচিত কিনা তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, আমি তাদের (ইরানকে) এই অর্থে দায়ী করি যে, যারা এই হামলা করেছে তারা (ইরান) তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

শপথ নিলেন মালয়েশিয়ার রাজা সুলতান ইব্রাহিম

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার নতুন রাজা হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুলতান ইব্রাহিম। বুধবার কুয়ালালামপুরের জাতীয় প্রাসাদে তিনি শপথ নেন। গত বছরের ২৭ অক্টোবর দেশটির রয়্যাল কাউন্সিল নতুন রাজা হিসেবে সুলতান ইব্রাহিমের নাম ঘোষণা করে। আজ শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি মালয়েশিয়ার সদ্যবিদায়ী রাজা আল সুলতান আবদুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তেরটি রাজ্য ও তিনটি ঐক্যবদ্ধ প্রদেশ নিয়ে গঠিত মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ৯টি রাজ পরিবার রয়েছে। চক্রাকারে প্রতি পাঁচ বছর পর পর প্রত্যেক রাজ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে মনোনীত করা হয়। দেশটির রয়্যাল কাউন্সিল এই কাজ পরিচালনা করে। দেশটির সদ্যবিদায়ী রাজা আল সুলতান আবদুল্লাহ ২০১৮ সালে সিংহাসনে বসেছিলেন। সাংবিধানিকভাবে মালয়েশিয়ার রাজার মেয়াদ ৫ বছর এবং তার ক্ষমতা বেশ সীমিত। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ, পার্লামেন্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তা ভেঙে দেয়া এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে শাসন সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়া, সর্বোচ্চ আদালতে দোষী অপরাধীকে ক্ষমা করা প্রভৃতির মধ্যেই তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবে ২০২০ সালের পর দেশটির পার্লামেন্ট ও রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে তৎকালীন রাজাকে রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে তৎপর দেখা গেছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৬ মাঘ ১৪৩০, ১৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

নূতন আপদ

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

•••••••••••••

বিজেপির সঙ্গে কত দিন নিশ্চিন্তে থাকবেন নীতীশ

জোটত্যাগের জন্য কংগ্রেসকে দুষছেন নীতীশ কুমার। বলেছেন, শতাব্দীপ্রাচীন দলটা নাকি আঞ্চলিক দলগুলোকে শক্তিহীন করে মাথা তোলার চেষ্টা করছিল। সে কারণেই বিজেপির হাত ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। জেডিইউ সভাপতি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর এ দাবি কিন্তু নস্যাৎ করে দিলেন তাঁর নবগঠিত সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়**।

জোটত্যাগের জন্য কংগ্রেসকে দুষছেন নীতীশ কুমার। বলেছেন, শতাব্দীপ্রাচীন দলটা নাকি আঞ্চলিক দলগুলোকে শক্তিহীন করে মাথা তোলার চেষ্টা করছিল। সে কারণেই বিজেপির হাত ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। জেডিইউ সভাপতি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর এ দাবি কিন্তু নস্যাৎ করে দিলেন তাঁর নবগঠিত সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। শপথ গ্রহণ মিটতে না মিটতেই গতকাল সোমবার পাটনায় হাটে হাঁড়ি ভেঙে সম্রাট বলেছেন, নীতীশ কুমারই বিজেপির শরণাপন্ন হয়েছিলেন দল অটুট রাখতে। কেননা, তিনি বুঝতে পারছিলেন, এভাবে চললে লালু প্রসাদের আরজেডি তাঁর ঘর ভেঙে দেবে। বিজেপিতে যাঁরা নীতীশের ঘোর সমালোচক বলে পরিচিত, প্রদেশ সভাপতি সম্রাট চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁরই মতো নীতীশের সমালোচক অন্য উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাও। বিজেপি আমলে স্পিকার হিসেবে একটা সময় বিধানসভায় নীতীশের সঙ্গে তাঁর তুলকালাম কাণ্ড বেধেছিল।

বিজেপির আগ্রাসন রুখতেই মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর দল দুই টুকরা হয়েছে। কে বলতে পারে, রাজনৈতিক জীবনের সায়াহ্নে নীতীশের ভাগ্যে কী লেখা আছে।

বিজেপিদলীয় নতুন দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গী করে নীতীশ কত দিন নিশ্চিন্তে থাকবেন, রাজ্য রাজনীতিতে সেই শঙ্কা ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। জনপ্রিয় ধারণা, নবমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাজ্য পরিচালনার চাবিকাঠি থাকবে বিজেপিরই হাতে।

এ ধারণার প্রথম নমুনা সুশীল মোদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশের না পাওয়া। নীতীশ ও সুশীল মোদি দুজনেই পুরোনো সমাজবাদী। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন থেকে উঠে আসা। পরবর্তী সময়ে বিজেপির নেতা হলেও সুশীলের সঙ্গে নীতীশের সম্পর্ক মধুরই। এমনকি, উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও নীতীশের সঙ্গে সুশীল চমৎকারভাবে মিলেমিশে কাজ করেছেন। সেই সুশীলকে বিজেপি রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কেন্দ্রে, রাজ্যসভার সদস্য করে। রাজ্যে দলের বিস্তারের দায়িত্ব দিয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের। সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় সিনহা তাঁদের অন্যতম।

সম্রাট চৌধুরী যা বলেছেন, তাতে সারবত্তা আছে। সে কারণেই মাসখানেক আগে দলের সভাপতি রাজীব রঞ্জন সিংয়ের (লালন) হাত থেকে দলের সভাপতিত্ব কেড়ে নীতীশ নিজের হাতে নেন। দলে যাঁরা আরজেডির সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতেন, লালন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিজেপিদলীয় নতুন দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গী করে নীতীশ

> **এ ধারণার প্রথম নমুনা সুশীল মোদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশের না পাওয়া। নীতীশ ও সুশীল মোদি দুজনেই পুরোনো সমাজবাদী। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন থেকে উঠে আসা। পরবর্তী সময়ে বিজেপির নেতা হলেও সুশীলের সঙ্গে নীতীশের সম্পর্ক মধুরই। এমনকি, উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও নীতীশের সঙ্গে সুশীল চমৎকারভাবে মিলেমিশে কাজ করেছেন। সেই সুশীলকে বিজেপি রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কেন্দ্রে, রাজ্যসভার সদস্য করে। রাজ্যে দলের বিস্তারের দায়িত্ব দিয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের। সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় সিনহা তাঁদের অন্যতম।**

কত দিন নিশ্চিন্তে থাকবেন, রাজ্য রাজনীতিতে সেই শঙ্কা ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। জনপ্রিয় ধারণা, নবমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাজ্য পরিচালনার চাবিকাঠি থাকবে বিজেপিরই হাতে।

তবে অন্তত সাতজন বিধায়ক নীতীশকে চাপ দিচ্ছিলেন মহাজোট ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে। ওই বিধায়কদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বিজেপির সাহচর্য না পেলে লোকসভার ভোটে তাঁদের হার অবধারিত। নীতীশও বুঝতে পেরেছিলেন, জোট না বদলালে ওই বিধায়কদের ধরে রাখা কঠিন হতে পারে।

বিজেপি ও লালু প্রসাদের আরজেডিকে ভয় পাওয়ার সংগত কারণও নীতীশের রয়েছে। ১০ বছর আগেও রাজ্যে তাঁদের দল জেডিইউ ছিল ১ নম্বর, ক্রমে তারা ৩ নম্বরে নেমে গেছে। ২০১০ সালের বিধানসভা ভোটে তারা জিতেছিল ১১৫ আসনে। প্রাপ্ত ভোটের সাড়ে ২২ শতাংশ ছিল তাঁর দলের। সেবার বিজেপি পেয়েছিল ৯১টি আসন। ভোটের হার ছিল সাড়ে ১৬। আরজেডি পেয়েছিল মাত্র ২২ আসন। ভোটের হার প্রায় ১৯। ৫ বছর পর ২০১৫ সালে জেডিইউয়ের আসন কমে দাঁড়ায় ৭১। ভোটের হার কমে ৫ শতাংশ। বিজেপির আসনও কমে। ৯১ থেকে হয় ৫৩। কিন্তু প্রাপ্ত ভোটের হার বাড়ে ৮ শতাংশ! মারাত্মকভাবে বেড়ে যায় আরজেডির আসন, ২২ থেকে ৮০। অথচ ভোটের হার ছিল প্রায় অপরিবর্তিত।

২০২০ সালে নীতীশের জেডিইউ হয় আরও শক্তিহীন। আসনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৪৩। ভোটের হারও কমে যায় ১ শতাংশের বেশি। বিজেপির বেড়ে হয় ৭৩, আরজেডির ৭৫। নীতীশ বুঝেছিলেন, দল ধরে রেখে ক্ষমতায় আরও কিছুদিন টিকে থাকতে হলে বিজেপির হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই। নইলে দলও ভাঙবে, তাঁর ভাগ্যও।

এই উপলব্ধি দৃঢ় করে তোলে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন। নীতীশ বুঝেছিলেন, রামলহর তুলে নরেন্দ্র মোদি বানভাসি করে দেবেন রাজ্যকে। বাঁচতে গেলে তাই বিজেপির হাত ধরা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই।

কিন্তু বিজেপি কেন নীতীশকে সেই সুযোগ দিল? যখন তারা বুঝতে পারছে, মোদির ভাবমূর্তি ও রামলহর তাদের হ্যাটট্রিকের রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছে?

এতে তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, লোকসভা ভোটে বিহারে আগেরবারের ফলের পুনরাবৃত্তি তাদের লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন। ২০১৯ সালে রাজ্যের ৪০ আসনের মধ্যে এনডিএ জোট পেয়েছিল ৩৯টি। সে জন্য এবারও জাতপাতভিত্তিক বিহারে মেরুকরণ দরকার। নীতীশকে জোটে টানার অর্থ তাঁর কুর্মি সম্প্রদায়ের ৩ শতাংশ ভোট হাতে পাওয়া। নীতীশের সঙ্গেই রয়েছে অতি অনগ্রসর, নারী ও দলিতরা। সব মিলিয়ে ছবিটা হবে বিজেপির উচ্চবর্ণ, অযাদব ‘ওবিসি’ বা অনগ্রসর (মোদি নিজে ওবিসি), অতি অনগ্রসর, পাসোয়ান ও মুশাহরদের সমারোহ। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৫ শতাংশের সমর্থন। বিপরীতে ‘ইন্ডিয়া’ জোট হবে স্রেফ মুসলমান ও যাদবদের।

দ্বিতীয়ত, নীতীশকে টানতে পারলে ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা দেওয়া যাবে। প্রমাণ করা যাবে, মোদি যে জোটকে ‘ঘামন্ডিয়া’ বা উদ্ধত অপদার্থ বলে কটাক্ষ করেছেন, তা কতটা সত্য। ভোটের ঠিক আগে ওই ধাক্কা ‘ইন্ডিয়া’ জোট সামলাতে পারবে না। তাদের বদনাম হবে। প্রত্যাশার যে ফানুস উড়িয়েছিল, তা চুপসে যাবে। পাশাপাশি, এ কথাও বলা যাবে, ‘ইন্ডিয়া’ জোটে প্রধানমন্ত্রী মুখ বলে কেউ রইল না। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয়, জাত গণনার দাবি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। বিহারে জাত গণনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তুলেছিলেন নীতীশ। আরজেডি ও কংগ্রেসও সেই সুরে সুর মিলিয়েছিল। ওই দাবি বিজেপির পক্ষে ছিল মহাবিড়ম্বনার। তারা না পারছিল তা মানতে, না উপেক্ষা করতে। নীতীশকে এনডিএতে ভেড়ানোর মধ্য দিয়ে সেই দাবি কমজোরি করে দেওয়া যাবে বলে বিজেপির ধারণা। বারবার জোটবদলের মধ্য দিয়ে নীতীশ কুমার ক্ষমতাসীন থাকতে পারছেন ঠিকই; কিন্তু নিজের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এনে ফেলেছেন। বিজেপি জানিয়েছে, আগামী বছর বিধানসভা ভোট পর্যন্ত নীতীশই থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ঘোষণার অন্তর্নিহিত অর্থ, বিধানসভার ভোটের পর তাঁর রাজনৈতিক জীবন ঘোর অনিশ্চিত। বিজেপির আগ্রাসন জেডিইউর জমি কেড়ে নিচ্ছে। সে আগ্রাসন রুখতেই মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর দল দুই টুকরা হয়েছে। কে বলতে পারে, রাজনৈতিক জীবনের সায়াহ্নে নীতীশের ভাগ্যে কী লেখা আছে।

সৌ: প্র: আ:

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িয়েছে ১০ দেশ, যুক্তরাষ্ট্র এখন কী করবে

পিটার বার্গেন

মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের মুখোমুখি। এ প্রেক্ষাপটে দেশটির উচিত হবে, খুব দ্রুত তাদের কৌশল পরিবর্তন করা। গত রোববার জর্ডানে ড্রোন হামলায় ৩ মার্কিন সেনা নিহত ও ৩০-এর বেশি আহত হয়েছেন। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর এটাই মার্কিনদের নিশানা করে পরিচালিত কোনো প্রাণঘাতী হামলা।

গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা একই বিষয়ে নানা রকম ভাষ্য দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে এ সংঘাত যেন আর না ছড়ায়, সে চেষ্টা চালিয়েছেন কঠোরভাবে। তা সত্ত্বেও গত চার মাসে আমরা কী কী দেখেছি, তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া যাক—লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ ও মার্কিন রণতরিতে হুতিদের নিয়মিত ড্রোন ও মিসাইল হামলা এবং হুতিদের নিশানা করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পাল্টা হামলা।

লেবাননে হিজবুল্লাহকে নিশানা করে ইসরায়েলিদের প্রাত্যহিক হামলা এবং হিজবুল্লাহর পাল্টা হামলা।

ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে দেড় শতাধিক ড্রোন ও মিসাইল হামলা। জবাবে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের সমর্থনপুষ্ট মিলিশিয়ার ওপর মার্কিন হামলা।

ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সিরিয়ার এমন সব লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের উপর্যুপরি হামলা।

ইরানে আইএসআইএসের ভয়ংকর হামলা। পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা।

গাজায় পুরোদমে যুদ্ধ চলছে এবং এ যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণ নেই। এর মধ্যেই আবার ইসরায়েলের একটি অংশ জোর গলায় হিজবুল্লাহর সঙ্গে দেশটির যুদ্ধে জড়ানো উচিত বলে দাবি তুলছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে, ইরান-সমর্থিত দলগুলোর ছোড়া রকেট থেকে রক্ষা পেতে কয়েক লাখ ইসরায়েলি বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

বাইডেনের জন্য হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার বিষয়টি জটিল, যেহেতু তিনি এ অঞ্চলে সংঘাত

আরও বিস্তৃতি পাক, তা চাইছেন না। আবার তিনি এমনভাবেও পাল্টা আক্রমণ চালাতে চান না, যা ইরানকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে। ক্রমবর্ধমান এই আঞ্চলিক সংঘাতে মোটাদাগে ১০টি দেশ জড়িয়ে পড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। দেশগুলো হলো জর্ডান, ইরান, ইসরায়েল, সিরিয়া, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, লেবানন ও ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী এবং হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি ও আইএসআইএসের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

এদিকে ইরানের মদদপুষ্ট ইরাক সরকার তাদের মাটি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারে চাপ দিচ্ছে। আমি মনে করি, ইসরায়েল সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, এবার সেসব প্রভাব খাটাতে পারে ইসরায়েল। কারণ, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রভাব ইসরায়েলের ওপর আছে, তা অব্যবহৃত থেকে যায়। অন্তত সাধারণ মানুষ তা-ই বলে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সরকারকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে আসতে রাজি করাতে পারে। এর বিনিময়ে ইসরায়েলি ও মার্কিন জিম্মিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এরপর বাইডেন প্রশাসনের উচিত হবে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। চিরস্থায়ী শান্তির এটিই একমাত্র পথ।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের আরব মিত্রদের সমর্থন আবশ্যক হবে। এখন পর্যন্ত কাতার ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আরব মিত্ররা যা করেছে, তাকে কথার কথাই বলা যায়। বছরের পর বছর তারা অর্থহীন কথা বলে যাচ্ছে।

এর জন্য মার্কিন কূটনীতির জোর প্রয়োগ দরকার হবে। কূটনীতি এর আগেও সমস্যার সমাধান করেছে। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাঁর রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে ইসরায়েল ও মিসরকে মীমাংসার টেবিলে বসাতে পেরেছিলেন। ক্যাম্প ডেভিডে দেশ দুটি বৈঠকে বসার আগে তিনটি বড় যুদ্ধে জড়ায়। কিন্তু মীমাংসার পর গত অর্ধশতাব্দীতে তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান।

একই সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়েই ইরানের কৃতকর্মের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে। কারণ, এখন যুদ্ধে জড়ালে ইরানকে হয়তো নিষ্ক্রিয় করা যাবে, তবে এ অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্র সাইবার হামলা চালিয়ে ইরানের সঙ্গে দেশটির সমর্থনপুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর যে যোগাযোগ, তা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। বাইডেনের জন্য হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার বিষয়টি জটিল, যেহেতু তিনি এ অঞ্চলে সংঘাত আরও বিস্তৃতি পাক, তা চাইছেন না। আবার তিনি এমনভাবেও পাল্টা আক্রমণ চালাতে চান না, যা ইরানকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে। ভারসাম্য রক্ষা করাটাই এখন বাইডেনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পিটার বার্গেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। সিএনএনে প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে আলোচনা চক্র কালিয়াচক কলেজে

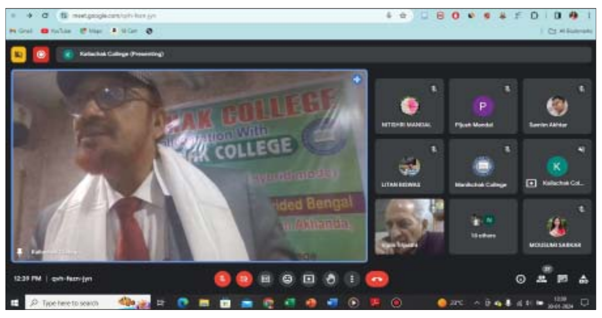

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: এক দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচক কলেজে। কালিয়াচক কলেজ এর উদ্যোগে এবং মানিকচক কলেজের কোলাবরেশনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ছিল "হিরোজ অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন আনডিভাইডেড বেঙ্গল"।এই ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সশরীরে উপস্থিত হ'ন বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিস্ট্রি এন্ড কালচার ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান আকান্দ। একাধারে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষক, প্রথিতযশা কবি, গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জালিক পদ্ধতিতে যোগদান করেন দিল্লি আইআইটি এর ভুতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর বিনোদ কুমার ত্রিপাঠী, তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় হ্যান্ডবিল লিফলেট তৈরি এবং বিতরণ পূর্বক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংবিধান রক্ষার সামাজিক কাজে নিয়োজিত। গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা খাতুন ও আন্তর্জালিক পদ্ধতিতে যোগদান করেন। এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কালিয়াচক এর অধ্যক্ষ ড. নাজিবর রহমান। মানিকচক কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী প্রথম টেকনিক্যাল সেশন টিতে চেয়ারপারসন হিসেবে যোগদান করেন। গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কালিয়াচক কলেজের ইতিহাস বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ডঃ ঋতব্রত গোস্বামী ও মেথম্যাট্রিক্স ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান, ড. মনিরুল ইসলাম এবং সহযোগিতা করেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার ডক্টর সৌরভ পাল ও আরবি বিভাগের স্টেট এইডেড কলেজ টিচার মুন্সিফ আলী রিজভী ।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংস্থা বা সংগঠন এর অবদান আমাদের আজকের এবং আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা আগত দিনের নতুন প্রজন্মকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা দরকার । তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কোরবানি বা ত্যাগের মহিমা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রেরণা গ্রহনের মাধ্যমে দেশ সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার বলে দৃঢ়ভাবে মত পোষণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মফিজুর রহমান বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকেই প্রথম শহীদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। যথার্থভাবেই ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ , সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অন্তিম পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান তুলে ধরেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোসনিয়ারা খাতুন 'কেজড টাইগারস অব ফ্রিডম স্ট্রাগল, বিষয়ের উপরে বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহিমান্বিত অবদানকে তুলে ধরেন। দিল্লি আইআইটির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর ভি. ত্রিপাঠী লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে আলোচনায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে স্মরণ করেন।

নবীন বরণ ও খাদ্য উৎসব অযোধ্যা কালিদাসী স্কুলে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পঞ্চম শ্রেণীতে নতুন ছাত্র-ছাত্রী এসেছে নতুন শিক্ষাবর্ষে। তাদের বরণ করে নিল অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতন। তার সঙ্গেই ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম,নবম, দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা স্টল দিয়েছিল গোকুল পিঠা, চন্দনী পিঠা, কালোজাম, ঘুঘনি,পাপড়ি চাট, ফুচকা, মুড়ি মশলার। সেগুলো ওরা বিক্রি করলো। কিনলো শিক্ষক শিক্ষিকারা। লাভও করল ওরা। সে এক উৎসব মুখর পরিবেশ।

তার আগে পঞ্চম শ্রেণী সহ বিভিন্ন ক্লাসে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদেরকে উলুধ্বনি, চন্দন ফোঁটা, ফুল, প্রদীপে বরণ করে নেওয়া হয়। বরণ করে নেয় দশম -নবম শ্রেণীর ছাত্রীরা। পরিকল্পনা হয়েছিল কিছুদিন আগেই। উদ্দেশ্য ছাত্র ছাত্রী দের বিদ্যালয়মুখী করে তোলা। বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি, নিজেদের দায়িত্ববোধ তৈরি করা। যে উদ্যোমে ওরা অংশ নিয়েছিল তাতে বলতেই হয় যে ছাত্র ছাত্রীরাও ভীষণ আনন্দ পেয়েছে আজ- বলছিলেন শিক্ষক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সুলগ্না ব্যানার্জী, পিউলি মণ্ডল, পলাশ মণ্ডল, পপি মণ্ডল, নিবেদিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল যেমন বললেন ওরা যে পিঠে পুলি, ঘুঘনি, ফুচকা এসব তৈরি করে এনেছিল তা সত্যিই অপূর্ব স্বাদ হয়েছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী জ্যোতি দেবনাথ যেমন বললো আমরা বন্ধুরা ফুচকা বেচে লাভ করেছি। সেই টাকা ভাগও করে নিয়েছি নয় বন্ধুর মধ্যে। এই অনুষ্ঠানের মাঝেই নতুন ছাত্র ছাত্রী দের বরণ করে নেওয়া হলো। দেওয়া হল মানপত্র, কলম। নতুন ছাত্র দের মধ্যে যমজ ভাই সাহেব সম্রাট জানালো খুব ভালো লাগছে স্কুলে এসে। প্রতিদিন স্কুলে আসবো।

অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা দাস জানালেন ' এই প্রথম বার আমরা এমন আয়োজন করলাম। ছাত্র ছাত্রী দের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করতেই এমন আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন ।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রায় দু কিমি হেঁটে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রায় দু কিলোমিটার পায়ে হেটে সরকারি সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সরকারের সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে পুলিশ লাইনে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামে। সেখান থেকে প্রায় সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিনি পায়ে হেঁটে সভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কিছুদূর যেতেই অভিরামপুর কালীমন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়ে তারপর সেখান থেকে আবার পায়ে হেঁটে সভামঞ্চের দিকে মিছিল করে যান। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে রাস্তার দুই ধারে মানুষের ঢল নামে। সরকারি সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় ৫০০ কোটির উপরে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। তারপর বেশ কিছু উপভোগ তাদের হাতে সরকারি সুবিধা তুলে দেন। তারপর সেখান থেকে অনুষ্ঠান শেষ করে প্রায় পৌনে দুটোর সময় পাশেই বিবেকানন্দ যুব ময়দান থেকে হেলিকপ্টার করে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

খতমে বুখারী বেলডাঙা সরুলিয়া মাদ্রাসায়

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সহীহ বুখারী শরীফের সমাপনী পাঠদান ও মসজিদের দ্বিতল ভবনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেলডাঙ্গা সরুলিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো দোয়ার মজলিস। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তথা জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতর মাধ্যমে সভার সূচনা করা হয়। ছাত্রদের সহীহ বুখারী শরীফের সমাপনী পাঠদান করেন দারুল উলুম দেওবন্দের তাখাসসুস ফিল হাদীসের স্বনামধন্য অধ্যাপক মাওলানা আবদুল্লাহ মারুফী সাহেব। তরুন আলেমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারাই হচ্ছেন জাতির পথপ্রদর্শক, দ্বীনের ধারক ও বাহক। তাই আপনাদেরকে ইলম ও আখলাকের প্রতিটি স্তর অতি মেহনত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনাদেরকে দেশ ও জাতির জন্য সঠিক পথপ্রদর্শক ও হক্কানী আলেমেদ্বীন হিসেবে কবুল করে নেন। পূর্ব বর্ধমানের করজগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাইখুল হাদীস মাওলানা আরিফুল্লাহ চৌধুরী তরুণ আলেমেদ্বীনদের উদ্দেশ্যে বলেন কুরআনে কারিমের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী শরীফের মর্যাদা। তোমাদেরকে এখন থেকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহ মানুষের মাঝে প্রচার ও প্রসার করতে হবে। মাওলানা বদরুল আলম বলেন দারুল উলুম সরুলিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘদিন ধরে পবিত্র কুরআন ও সহীহ বুখারী শরীফসহ দ্বীনের বহুমুখী খিদমত করে আসছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে এবছর আমরা পঞ্চাশজন ছাত্রকে দরস দিয়ে সহীহ বুখারি শরীফ খতম করাতে পেরেছি এ জন্য আল্লাহর দরবারে শুকুরিয়া আদায় করছি। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক উৎস তথা কুরআন ও হাদীসের উপর আরও রিসার্চ করে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি রেজাউল করিম, সভাপতি আব্দুল হামিদ, মাওলানা এনামুল হক, হাফেজ গোলাম মোস্তফা, মাওলানা মানোয়ার হোসেন, মুফতি হাবিবুর রহমান, মুফতি শামীম আহমেদ, মুফতি মেরাজুল ইসলাম, মুফতি মাসুদ করিম, হাফেজ তৌসিফ কমিটির সদস্য সহ সমস্ত শিক্ষকমন্ডলী।

হুগলি তৃণমূল মাইনোরিটি সেলে হায়দার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মাইনোরিটি সেলের সভাপতি হলেন শেখ হায়দার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সেলকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এবার হুগলি জেলার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন খানাকুলের ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শেখ হায়দার আলী। উল্লেখ্য হাতে খড়ি ছাত্র রাজনীতি থেকে কলেজে পড়াকালীন উত্থান হয় হায়দারের। রাজ্য রাজনীতি জুড়ে শেখ হায়দার একটা রাজনীতি জগতের সুপরিচিত নাম। সুবক্তা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি হিসেবে পরিচিত সর্বত্রই। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্ব পাওয়ার পর হায়দার আলী বলেন দল যে নির্দেশ দিয়েছে সেই মোতাবেক কাজ করব সকলকে নিয়ে। রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে আমার লক্ষ্য।

অরূপ ভদ্রর স্মৃতিতে স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ বুধবার সকালে বাঘাযতীন এলাকায় অরূপ ভদ্র স্মৃতিতে ফুলের মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে তার মূর্তির সামনে নীরবতা পালন করেন। তাছাড়াও অরূপ ভদ্র স্মৃতিতে আজ দিনটি স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু শিবিরের আয়োজন করেন।

প্রচুর দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। তাদের শারীরিক সমস্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান।

জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ বলেন ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের গঠন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে ছিলেন অরূপ ভদ্র তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবে থাকতেন পুরো দক্ষিণ ২৪ পরগনা হাতের তালুর মতন তিনি পরিষ্কার তুলে ধরতেন রাজনৈতিক খুঁটিনাটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সর্বপ্রথম জেলা পরিষদ আসন দখল করেছিল স্বর্গীয় অরূপ ভদ্রের উদ্যোগে যাদবপুর থেকে সাগর মহেশতলা থেকে বজবজ সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন।

রাহুলকে দেখতে না পেয়ে পতাকা ছিঁড়ল বিক্ষুব্ধরা

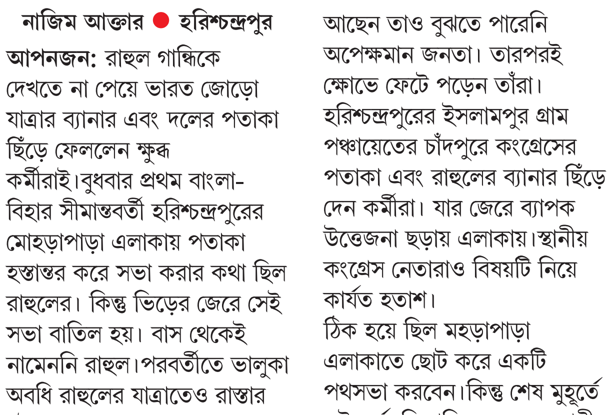

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাহুল গান্ধিকে দেখতে না পেয়ে ভারত জোড়ো যাত্রার ব্যানার এবং দলের পতাকা ছিঁড়ে ফেললেন ক্ষুব্ধ কর্মীরাই।বুধবার প্রথম বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুরের মোহড়াপাড়া এলাকায় পতাকা হস্তান্তর করে সভা করার কথা ছিল রাহুলের। কিন্তু ভিড়ের জেরে সেই সভা বাতিল হয়। বাস থেকেই নামেননি রাহুল।পরবর্তীতে ভালুকা অবধি রাহুলের যাত্রাতেও রাস্তার দুই পাশে থাকা কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা রাহুলকে দেখতে পাননি। এমনকি রাহুল কোন গাড়িতে আছেন তাও বুঝতে পারেনি অপেক্ষমান জনতা। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। হরিশ্চন্দ্রপুরের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুরে কংগ্রেসের পতাকা এবং রাহুলের ব্যানার ছিঁড়ে দেন কর্মীরা। যার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও বিষয়টি নিয়ে কার্যত হতাশ।

ঠিক হয়ে ছিল মহড়াপাড়া এলাকাতে ছোট করে একটি পথসভা করবেন।কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই কর্মসূচি বাতিল করলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং রাহুলের নিরাপত্তা অফিসাররা।

হাতছাড়া পঞ্চায়েত ফিরে পেল তৃণমূল

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির সাঁকো গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের অঙ্কটা বেশ জটিল ছিল বলে মনে করতেন অনেকেই। যা নিয়ে জোর চর্চা হয়েছিল বোর্ড গঠন দিন থেকেই। বহু কাঠখড় পুড়িয়েও তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছিল সাঁকো গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত ভোটে অঞ্চলে তৃণমূল ফলও বেশ খারাপ হয়েছিল। যার জেরে ওই অঞ্চলে ১৩ টির মধ্যে ৬ টি আসন পায় তৃণমূল। ৪ টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস ও সিপিআইএম পেয়েছিল ১ টি করে আসন পায়। শাসক দলকে পঞ্চায়েত ছাড়া করতে সাতজন বিরোধী প্রার্থী একজোট হয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে। তাকে প্রধান হন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজয়ী প্রার্থী শিখা সাঁতরা। উপপ্রধান হন বিজেপির প্রার্থী সুনীল মান্ডি। তৃণমূলকে শায়েস্তা করতে ওই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। তবে তা আর শেষ রক্ষা হলনা। নতুন ব্লক সভাপতি সাবির উদ্দিন আহম্মেদ মনোনীত হতেই আসলো চমক। গলসি ২ নং ব্লকের সাঁকে গ্রাম পঞ্চায়েত এবার দখল নিলো তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড। সিপিআইএম এর শিখা সাঁতরা ও কংগ্রের জয়ী প্রার্থী সেখ সাইদুল্লাহ যোগ দিলেন তৃণমূলে। ফলে এক নিমেষেই বদলে গেল অঙ্ক। দুইজন দলে যোগ দেওয়ায় তৃণমূল পেল মোট ৮ আসন। বিরোধীদের হাতে রইল ৫ টি আসন। সেখ সাবির উদ্দিন আহম্মেদ জানিয়েছেন, যোগদাতা ওই দুই প্রার্থী তৃণমূলের কর্মযোগ্যে সামিল হতে চায় বলেই তারা তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই ওই দুই বিজয়ী প্রার্থী তাকে তৃণমূলে যোগদানের কথা চিঠি দিয়ে জানান। সেই কথাও তিনি জেলা সভাপতি ও রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। এরপরই দলীয় নির্দেশ মতো মঙ্গলবার ওই দুইজন কাটোয়ায় গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। আপাতত শিখা সাঁতরাই প্রধান পদে বহাল থাকছেন বলে জানান তিনি। মঙ্গলবার কাটোয়া স্টেশন বাজারে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী। শিখা ও সাহিদুল্লাহ জানিয়েছেন, তারা তৃণমূলের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ব্লক সভাপতি সাবিরউদ্দিনকে জানিয়ে ছিলেন। সেইমতোই তারা জেলা সভাপতির কাছে পৌছান। আগামী দিনে তারা তৃণমূলের হয়েই কাজ করবেন।

ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশংসা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আই সি জে) বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি। একই সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য ভারতসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবিলম্বে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গণহত্যা থেকে ইসরায়েলকে বিরত থাকতে বলার রায়কে সম্মান জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নির্দেশের পর গণমাধ্যমকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি বলেছেন, "জামাআতে ইসলামী হিন্দ দক্ষিণ আফ্রিকার এমন সাহসী এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রশংসা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ফিলিস্তিনের পক্ষে নিয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারক সংস্থার কাছে ইসরাইলী ঔপনিবেশিকতা, দখলদারিত্ব এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গৌরবময় উত্তরাধিকার বজায় রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে ইসরায়েল মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য দায়ী এবং গাজায় গণহত্যার মতো জঘন্যতম কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রায় দিয়েছে যে অবিলম্বে

JAMAAT-E-ISLAMI HIND
West Bengal

জামাআতে ইসলামী হিন্দ
পশ্চিমবঙ্গ

গাজায় "গণহত্যার কাজ এবং অনুচ্ছেদ ৩ বর্ণিত সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে রক্ষা করতে হবে"। জামাআতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি বলেন, "আমরা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানাই, বিশেষ করে যেগুলি প্যারা ৫৪, ৭৮ এবং ৭৯-এ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও আমরা হতাশ যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত স্পষ্টভাবে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়নি। জামাআতে ইসলামী হিন্দ ভারত সরকার, মুসলিম দেশগুলির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য ইজরায়েলকে চাপ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের অভিযুক্তকরনকে গাজা উপত্যকায় শান্তি অর্জন এবং শত্রুতা বন্ধ করার জন্য প্রসারিত করা উচিত।

শিবিরে মৎস্যজীবী নিবন্ধন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার উলুবেড়িয়া-১নম্বর ব্লকের চণ্ডীপুর অঞ্চলের একাধিক "সমস্যা-সমাধান ও জনসংযোগ শিবিরে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণের ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেল।মৎস্যজীবীদের জন্য 'মৎস্য ক্রেডিট কার্ড' করে আগেই মাস্টারস্ট্রোক রাজ্যের দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এবার মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে ২ লক্ষ টাকার বিমা দিতে চলেছে রাজ্য সরকার।সূত্রের খবর,বিমার ফলে ১৮-৬০ বছর বয়সী একজন মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে 'মৎস্য বন্ধু'

প্রকল্পের মাধ্যমে সেই পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা তুলে দেবে রাজ্য সরকার। মৎস্যজীবীরা জীবনের ঝুঁকির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েন তাঁরা,এমনকি প্রাণহানিও পর্যন্ত হয়। তাই তাঁদের বিমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকাকে সংর্বধনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলেডাঙ্গাল হাজী গোলাম মোহাম্মদ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দাসবক্সী মিত্রের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে বুধবার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংর্বধনা প্রদান করা হয় স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায় যে, ২০০৩ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বর শুভসূচনা তথা পথচলা শুরু হয় তিলেডাঙ্গাল হাজী গোলাম মোহাম্মদ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের।বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই মুখ্য সম্প্রসারিকা অর্থাৎ প্রধান শিক্ষিকা পদে আসীন ছিলেন কৃষ্ণা দাসবক্সী মিত্র।আজ ৩১ শে জানুয়ারি বুধবার তার অবসরগ্রহণ উপলক্ষে সংর্বধনা প্রদানের আয়োজন করা হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিদায়ী প্রধান শিক্ষিকার কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন।উপস্থিত ছিলেন তিলেডাঙ্গাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবরাজ রায় ,বিদ্যালয় কমিটির সদস্য সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগন।

পৌর সম্মান জ্ঞাপন অস্থি চিকিৎসককে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পৌরসভার পক্ষ হইতে স্বনামধন্য অস্থি চিকিৎসক মানস কুমার ভট্টাচার্যকে পৌর সম্মান জ্ঞাপন করা হল। বহু মানুষ তার কাছ থেকে উপকৃত পেয়েছেন। পেশায় তিনি চিকিৎসক কিন্তু তার অবদান অপরিসীম। এখন বেশিরভাগ ডাক্তার দেখা যায় অর্থ উপার্জনের ব্যস্ত। অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা লক্ষ্য খুব দেখা যায়। কিন্তু বিরল ঘটনা ডাক্তার মানস ভট্টাচার্যের তার লক্ষ্য রোগীকে কিভাবে কম খরচে সুস্থ করা যায়। তার চিকিৎসা অতুলনীয় সারা জীবন মানুষ এই ডাক্তারকে মনে রাখবে। বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ছুটে আসেন এই ডাক্তার বাবুকে দেখানোর জন্য।

দলুয়াখাকিতে ফের বাম নেতৃত্ব

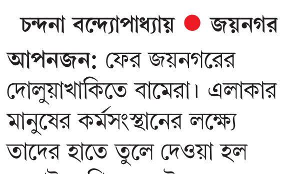

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ফের জয়নগরের দোলুয়াখাকিতে বামেরা। এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল সেলাই মেশিন। ১৩ই নভেম্বর তৃনমুল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের পর এই গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটে। বাম কর্মী সমর্থকদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর এলাকার আক্রান্ত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন বামেরা। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার, রান্নার সরঞ্জাম ও বাসস্থানের মেরামতির জন্য বাঁশ, ত্রিপল। কোনোরকমে থাকা ও খাওয়ার সংস্থান হলেও রুজি-রোজগারে সমস্যার মধ্যে পড়েন তারা। এই বিষয়টি বিবেচনা করে বুধবার এলাকার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হল সেলাই মেশিন। মোট ১৬টি মেশিন বিভিন্ন পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

الدعوة
দাওয়াত

জিকিরে মেলে প্রশান্তি
মা-বাবার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি
জুমার নামাজে পরিপাটি পোশাক পরার বিশেষ নির্দেশনা
আল্লাহ ও রাসুল সা.-এর নির্দেশনা অনুসরণের প্রতিদান

জিকিরে মেলে প্রশান্তি

সফিউল্লাহ

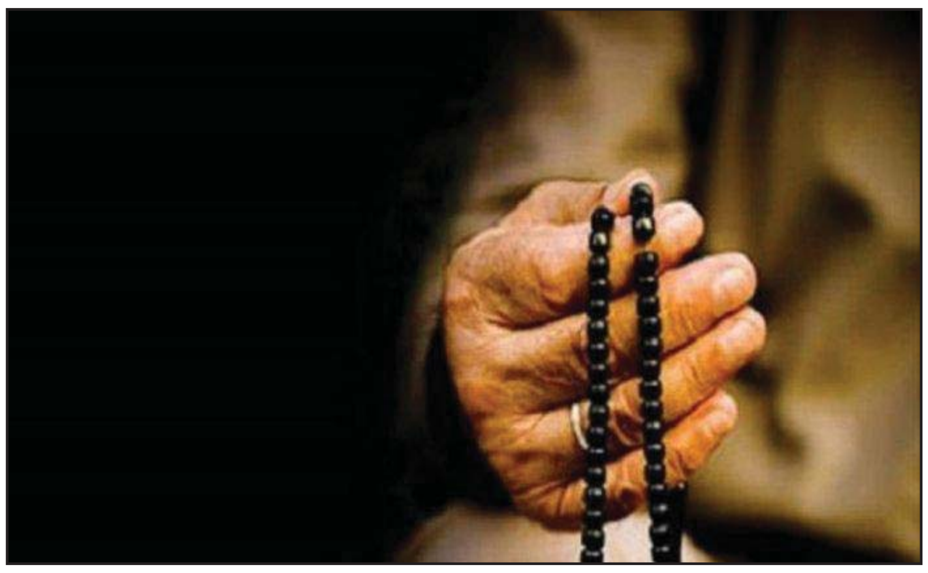

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার মাধ্যম হলো জিকির। জিকির অত্যন্ত সহজ একটি আমল। আল্লাহর জিকির ও স্মরণে ঈমানদারের অন্তর প্রশান্ত হয়। খাঁটি ঈমানদার সবসময় জিকিরে নিমগ্ন থাকে। জিকির যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে করা যায়, শোয়া, বসা, পবিত্র, অপবিত্র-অবস্থায়ও কোনো না কোনো জিকির বিধিসম্মত থাকে।
জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা, বর্ণনা করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর স্মরণকে জিকির বলা হয়। সব ইবাদতের রুহ হচ্ছে আল্লাহর জিকির। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।' (সূরা আহজাব : ৪১-৪২) এখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা বলতে জিকিরকে উদ্দেশ করা হয়েছে।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে (তারা বলে) হে পরওয়ারদিগার! এসব নিয়ে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।' (সূরা আলে ইমরান-১৯১)
আল্লাহর জিকিরকারীর উপমা হলো জীবিত ব্যক্তি আর যে জিকির করে না তার উপমা হলো মৃত ব্যক্তি। তাই অন্তরকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য জিকিরের বিকল্প নেই। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে আল্লাহর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতদের মতো।' (বুখারি-৬৪০৭)
জিকিরের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'যারা পরহেজগার, শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।' (সূরা আরাফ-২০১)
আল্লাহ পাকের জিকিরের অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। মহানবী সা: সেগুলো আমাদের জানিয়েছেন। এর যেকোনো একটি অবলম্বন করলেই জিকির সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূল সা: বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা সর্বোত্তম জিকির'। (তিরমিজি-৩৩৮৩)
মানুষ যখন ডিপ্রেশনে থাকে। চরম বিরক্তিকর অবস্থায় সময় কাটায়। মন যখন ছটফট করে, পেরেশানিতে থাকে। তখন আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 'যারা ঈমান আনে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই শুধু হৃদয় প্রশান্ত হয়।' (সূরা রাদ-২৮)
জিকির ভালো ও দ্রুত ঘুমের জন্যও উত্তম একটি মাধ্যম। আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত- আবদল্লাহ রা: বলেছেন, আল্লাহর জিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর জিকির করে। (আদাবুল মুফরাদ-১২২০)

জুমার নামাজে পরিপাটি পোশাক পরার বিশেষ নির্দেশনা

শরিফ আহমাদ

শুক্রবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। কোরআন-হাদিসে জুমার দিনের অনেক গুরুত্ব, ফজিলত ও আমল বর্ণিত হয়েছে। উত্তম পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায়ের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এখানে জুমার নামাজের পোশাক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

জুমার নামাজের জন্য বিশেষ পোশাক

শরিয়তে নারী-পুরুষের নির্ধারিত সতর ঢাকার বিধান দেওয়া হয়েছে। নামাজের সময় পরিপাটি হয়ে আরো উত্তম পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায় করতে হয়। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা (সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ) গ্রহণ করো।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)
সুরা মুদ্দাসসিরের ৪ নম্বর আয়াতে নামাজের সময় পবিত্র পোশাক পরিধান করার কথা বলা হয়েছে। সুন্দর পোশাক পরিধান করা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মানুষ চায় যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? নবী করিম সা. বলেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দর ভালোবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা। (মুসলিম, হাদিস : ১৬৭; আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৯২)

জুমার দিনের পোশাক

রাসূল সা. জুমার দিন উত্তম পোশাক পরিধানের গুরুত্ব দিতেন। অথচ বেশির ভাগ মানুষ এ ক্ষেত্রে উদাসীন। ঈদের নামাজের মতো জুমার প্রস্তুতি নিতে হয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. জুমার দিন লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তাদের বেদুইনদের পোশাক পরিহিত দেখেন। তখন রাসূল সা. বলেন, তোমাদের কী হলো? যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার কাজকর্মের সময় ব্যবহৃত কাপড় দুখানা ছাড়া জুমার নামাজের জন্য আরো দুখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৭৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১০৯৬)
কাপড় ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর প্রিয় রং ছিল সাদা। তিনি এই রঙের কাপড় ব্যবহারের কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কারণ তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে এবং তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইসমাদ। এতে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৩৮; তিরমিজি, হাদিস : ৯৯৪)
যথানিয়মে জুমা আদায়ের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা জুমার দিনকে আখেরি নবীর উম্মতদের উপহার দিয়েছেন। নেকি অর্জন করার বড় মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান এবং অন্য সুন্নত পালনে আছে ক্ষমার ঘোষণা। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমায় উপস্থিত হলো, কারো কাঁধ ডিঙিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী সুন্নত নফল পড়ল, অতঃপর খতিব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তার এই নামাজ এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গুনাহর) কাফফারা হবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৩; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ২৭৭৮)

মা-বাবার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি

শাহরিয়ার হোসেন

ইসলামে মা-বাবার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্য হলে ইহকালে ও পরকালে বহু ক্ষতি হয়। এখানে ইহকালীন কিছু ক্ষতি বর্ণনা করা হলো–
১. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির রিজিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোনো বরকত হয় না। আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রিজিকে প্রশস্ততা কামনা করে এবং বয়সে বরকত চায়, তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস : ২০৬৭, মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৭)
কারো জন্য নিজ মা-বাবার চেয়ে নিকটাত্মীয় আর কেউ নেই। তাই মা-বাবার আনুগত্য রিজিকে ও হায়াতে বরকতের কারণ।
২. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, রবের সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৮৯৯)
৩. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হয়! কোরআনের এক আয়াতে এর ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সৎ কাজ করল সে তা তার ভালোর জন্যই করল। আর যে মন্দ কাজ করল সে অবশ্যই এর প্রতিফল ভোগ করবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো জুলুম করেন না।
' (সুরা : হামিম আস-সাজদা, আয়াত : ৪৬)
৪. কোনো সন্তান তার মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার কারণে মা-বাবা তাকে কোনো বদদোয়া বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তিনটি দোয়া কখনো নামঞ্জুর করা হয় না– সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)

আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর নির্দেশনা অনুসরণের প্রতিদান

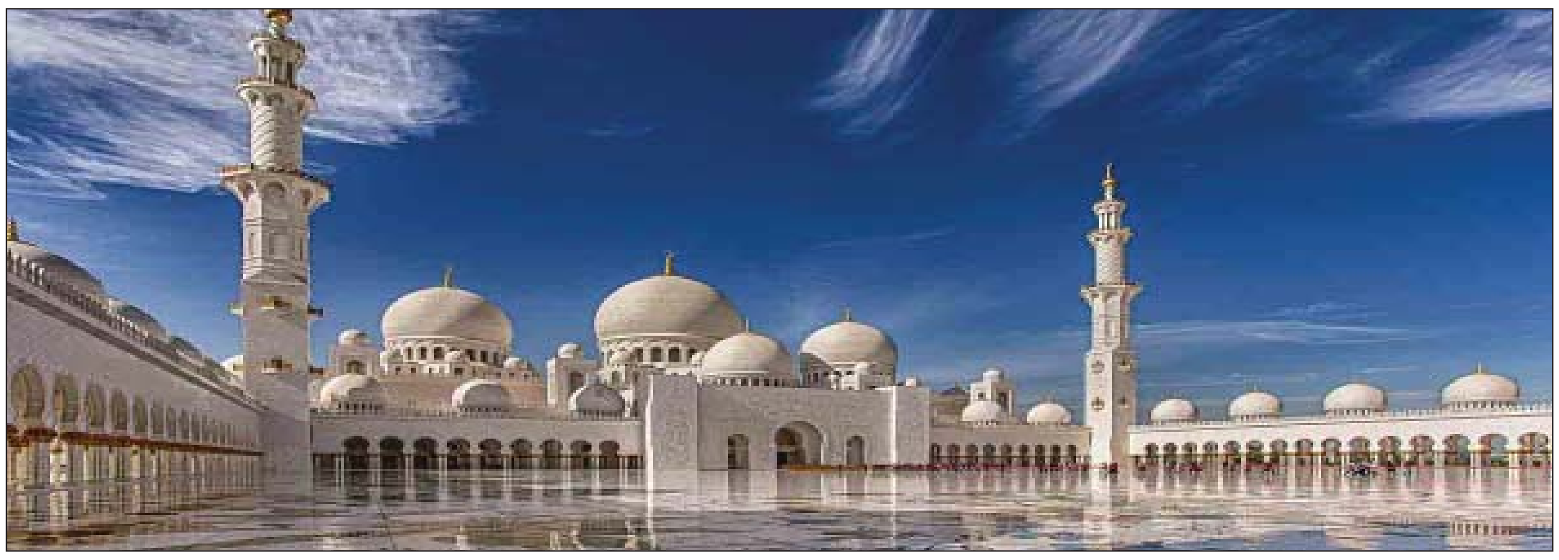

উম্মে আহমাদ ফারজানা

মানবজাতির সাফল্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আনুগত্য করা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে কোরআন-হাদিসকে মেনে নেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলে দাও! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কর্তব্য হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।
' (সুরা : নূর, আয়াত : ৫৪)
রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করলে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করে থাকে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই আনুগত্য করে থাকে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৮০)
জীবনের সব ধরনের আমল কোরআন-হাদিস মোতাবেক হতে হবে। এর মধ্যেই মানবতার সার্বিক সফলতা নিহিত আছে।
আর আমল কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণে না হলে তা নিঃসন্দেহে বাতিল বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করো, আর (তা না করে) তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট কোরো না।' (সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩৩)
রাসূলুল্লাহ সা. যা করতে আদেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।
' (সুরা : হাশর, আয়াত : ৭)
সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নিতে হবে। এটাই মুসলমানদের সফলতার পথ। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর বিরোধিতা ভ্রষ্টতার পথ। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।
' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩৬)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অমিয় বাণী গ্রহণ করলে বিশ্বের পথহারা মানুষ সঠিক পথ পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব, তোমার রবের শপথ! তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৬৫)
আল্লাহ ও রাসূল সা.-কে অনুসরণের মাধ্যমেই মানবজাতি সর্বোত্তম মর্যাদা পাবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ওই ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীরা, সত্য সাধকরা, শহীদরা ও সৎকর্মশীলরা। আর এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৬৯)
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করব ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১১৫)
কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথ পাবে, বিরোধিতা করলে পথভ্রষ্ট হবে। হুজায়ফা (রা.) বলেন, হে কোরআন পাঠকারীরা! তোমরা (কোরআন ও সুন্নাহর ওপর) সুদৃঢ় থেকো। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা ডান দিকের কিংবা বাঁ দিকের পথ অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে পড়বে। (বুখারি, হাদিস : ৭২৮২)
কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলেই মানবজাতি ধ্বংসের পথ থেকে বেঁচে যাবে। আর কোরআন-সুন্নাহ মজবুতভাবে আঁকড়ে না ধরলে এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো চললে মানুষ অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে যে তারা তো শুধু নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি পথভ্রষ্ট আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৫০)
কোরআন-সুন্নাহ জানার পরও যদি কোনো ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে এবং সত্য বিষয় জানার পরও যদি বেশির ভাগ মানুষ যেদিকে চলছে সেদিকে চলে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি যদি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকের কথার অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১১৬)
মহান আল্লাহ আমাদের কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন।

মাধ্যমিক ২০২৪

অনুসন্ধান কলকাতার মকটেস্ট

বাংলা -প্রথম ভাষা
(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)
সময় - ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট
(প্রথম ১৫ মিনিট শুধু মাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য এবং বা
৩ ঘন্টা উত্তর লেখার জন্য)
[নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য, পূর্ণমান - ৯০]

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: ১৭×১=১৭

১.১ 'কিছুটা যেতেই অমৃতের নজরে এল' - অমৃতের নজরে কী এসেছিল?-
ক) কালিয়া মাটিতে পড়ে গেছে
খ) নিম গাছের তলায় ছেলের দল
গ) গলি থেকে পাঠান বেরোচ্ছেন
ঘ) ইসাবের জামার পকেট ছিঁড়ে গেছে।

১.২ 'তারপর নিজের মনেই হাসলেন' - কে হাসলেন?
ক) স্কুলের মাস্টার খ) জগদীশবাবু
গ) নিমাইবাবু ঘ) আগন্তুক।

১.৩ কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে 'মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে'? --
ক) দু'ঘন্টা খ) ঘন্টা তিনেক
গ) আধঘন্টা ঘ) ঘন্টা চারেক।

১.৪ 'দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!' -- 'বীর' কাকে বলা হয়েছে? --
ক) রামচন্দ্র খ) ইন্দ্রজিৎ
গ) বীরবাহু ঘ) কুম্ভকর্ণ।

১.৫ বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে কে আসছে? --
ক) প্রলয় খ) উষা
গ) ভয়ংকর ঘ) অ-সুন্দর।

১.৬ 'অসুখী একজন' কবিতায় কার খুন হওয়ার কথা বলা হয়েছে? --
ক) সুখ ও শান্তি খ) শিশু আর বাড়িরা
গ) মৃত পাথরের মূর্তি ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা।

১.৭ কীসের বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে? --
ক) ইংরেজি শব্দের খ) পরিভাষার
গ) বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ঘ) ইংরেজি সংজ্ঞার।

১.৮ 'সকলের দাবি মেটাতেই তৈরি' - কে তৈরি? --
ক) ঝরণা কলম খ) লিপিকুশলী
গ) যন্ত্রযুগ ঘ) ডট-পেন।

১.৯ শৈলজানন্দের কোন্ শ্রেণির কলম ছিল বেশ কয়েক রকমের --
ক) শেফার্ড খ) পার্কার
গ) পাইলট ঘ) সোয়ান।

১.১০ অন্ধজনে দেহ আলো নিম্নরেখ পদটি কী কারক? --
ক) কর্মকারক খ) করণ কারক
গ) অধিকরণ কারক ঘ) নিমিত্ত কারক।

১.১১ 'গৃহস্থ' শব্দের উপপদ হল --
ক) স্থ খ) গৃহস্থ
গ) গৃহ ঘ) স্থা।

১.১২ অব্যয়ীসমাস সমাসে কোন্ পদের প্রাধান্য থাকে? --
ক) পূর্বপদ খ) উভয়পদ
গ) পরপদ ঘ) তৃতীয়পদ।

১.১৩ ভাববাচ্যের কর্তাকে বলা হয়--
ক) উক্ত কর্তা খ) অনুক্ত কর্তা
গ) অক্ষুণ্ণ কর্তা ঘ) সাধন কর্তা।

১.১৪ মন্বন্তর গ্রস্তদের সাহায্য করুন কা ধরণের বাক্য? --
ক) নির্দেশক খ) প্রার্থনাসূচক
গ) অনুজ্ঞাসূচক ঘ) কার্যকারণাত্মক।

১.১৫ 'প্রতিদান' -- এটি কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস --
ক) বিপরীত খ) সাদৃশ্য
গ) নৈকট্য ঘ) যোগ্যতা।

১.১৬ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সমাস-
ক) দুই প্রকার খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার ঘ) পাঁচ প্রকার

১.১৭ সরল বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা --
ক) দুই খ) তিন
গ) এক ঘ) থাকে না।

২। কমবেশি ২০টি শব্দে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ১×১৯

২.১ যেকোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১×৪

২.১.১ 'আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।' -- কে কী মাথায় তুলে নিলেন?
২.১.২ 'বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী' বিরাগী কী বলেছিলেন?
২.১.৩ 'এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা' - কী ঘটেছিল?
২.১.৪ 'এমন একটা সংগত সৃষ্টি করিয়াছে' - কীভাবে সংগত সৃষ্টি হয়েছিল?
২.১.৫ 'এতে দু'জনেরই ভয় কেটে গেল' - এরপর তারা কী করেছিল?

২.২ যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১×৪

২.২.১ 'মাথায় কত শকুন বা চিল' কবিতায় পঙ্ক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
২.২.২ 'এ মায়া, পিত; বুঝিতে না পারি!' -- কোন মায়ার কথা বলা হয়েছে?
২.২.৩ 'সে জানত না' - সে কী জানত না?
২.২.৪ 'সভ্যের বর্বর লোভ' কী করেছিল?
২.২.৫ কবি কেন বলেছেন 'আমাদের চোখমুখ ঢাকা'?

২.৩ যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১×৩

২.৩.১ 'কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন' -- কী লিখে থাকেন?
২.৩.২ 'তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়'-- কী যে পাঠকের অসুবিধা হয়?
২.৩.৩ 'সাহেবরা ছোট্ট একটা যন্ত্রও বের করেছিলেন' - যন্ত্রটির বর্ণনা দাও।
২.৩.৪ 'পন্ডিতরা বলেন'-- পন্ডিতরা কী বলেন?

২.৪ যেকোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১×৮

২.৪.১ কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
২.৪.২ নির্দেশক কাকে বলে?
২.৪.৩ সম্বোধন পদ কারক নয় কেন?
২.৪.৪ 'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত' - ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
২.৪.৫ 'এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের' - কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো।
২.৪.৬ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে' - প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করো।
২.৪.৭ জটিল বাক্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২.৪.৮ 'কেশে গলা পরিষ্কার করে পাঠান বলল' -- নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
২.৪.৯ একটি কালাত্মক করণের উদাহরণ দাও (বাক্যে)।
২.৪.১০ কোন্ কোন্ সমাসের ক্ষেত্রে অলোপ হয়?

৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০টি শব্দে উত্তর দাও: ৩+৩

৩.১ যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৩×১

৩.১.১ 'অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল' কীসে সে সম্মতি জানিয়েছিল? সম্মতি জানানোর কারণ কী? ১+২
৩.১.২ 'তা হোক, নতুন নতুন অমন হয়' - বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?

৩.২ যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৩×১

৩.২.১ 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?' -- কেন ধ্বংস সাধিত হচ্ছে? ধ্বংসকে ভয় না পেতে বলেছেন কেন কবি? ১+২
৩.২.২ 'তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে যূথনাথ' - বক্তা কে? তার এমন উক্তির কারণ কী?

৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫×১

৪.১ 'এবার অবশ্য ইসাব ও অমৃত অপ্রস্তুত বোধ করল না' -- কখন তারা অপ্রস্তু করে নি? অপ্রস্তুত বোধ না করার নেপথ্যে কোন সত্য নিহিত রয়েছে? ১+
৪.২ জগদীশবাবুর বাড়িতে হরিদা যে দার্শনিক সুলভ আচরণ ও উক্তি করেছিলেন পরিচয় দাও।

৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫×১

৫.১ 'কৃপা করো নিরঞ্জন' -- কে কেন নিরঞ্জনের কৃপা প্রার্থনা করেছেন? কবিতা অবলম্বনে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো। ২+৩
৫.২ 'সেখানে ছিল শহর / সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা' -- কবিতা অবলম্বনে শহরের এই পরিণতি কীভাবে হল লেখো। ৫

৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫×১

৬.১ 'মুঘল দরবারে একদিন তাঁদের কত না খাতির কত না সম্মান' - কাদের সম্মা কথা বলা হয়েছে? প্রবন্ধ অনুসারে তাদের খাতির ও সম্মানের পরিচয় দাও।
৬.২ 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধটিতে পরিভাষা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যা বলেছেন তা পরিচয় দাও। ৫

৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৪×১

৭.১ 'চোখের জলে নবাব পথ দেখতে পাবেন না।' -- বক্তা কে? তাঁর এমন উক্তি বুঝিয়ে দাও। ১+৩
৭.২ নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজদ্দৌলা এবং মঁসিয়ে লা-এর পারস্পরিক প্রীতির স বুঝিয়ে দাও।

৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫×২

৮.১ "জোচ্চুরি করে আমাকে বসিয়ে রেখে এখন ঠেকায় পড়ে এসেছো আমার ক - কোনির এই অভিমানের কারণ কী? এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত ক ১+৪
৮.২ 'ফাইট কোনি, ফাইট' -- বীজমন্ত্রটি 'কোনি' উপন্যাসকে কীভাবে পরিচালিত বুঝিয়ে দাও। ৫
৮.৩ কোনি ও লীলাবতীর সম্পর্কটি উপন্যাস অনুসরণে বুঝিয়ে লেখ। ৫

৯। চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো: ৪×১

We are Bengalees as we live either in West Bengal or in Bangladesh. The language we open our mind with is Bengali. But we are the part of the human race spreading oven the whole world. We must, therefore, remember that, first of all, we are men, then we are Bengalees or Indian.

১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫×১

১০.১ নাগরিক সচেতনতার অভাবে জমা জল থেকে ছড়াচ্ছে মশাবাহিত রোগ - এ নিয়ে দুই নাগরিকের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো। ৫
১০.২ ছাত্রসমাজ আগ্রহ হারাচ্ছে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো: ১০

১১.১ বিশ্ব উষ্ণায়ন
১১.২ ভ্রমণ ও শিক্ষা
১১.৩ ছাত্রজীবনে সৌজন্য ও শিষ্টাচার
১১.৪ মনীষীদের জীবনী পাঠের উপযোগিতা

ফিফা: ২০২৩ সালে খেলোয়াড় কেনাবেচায় ৯৬৩ কোটি ডলার খরচের রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: 'খরচে শীর্ষে থাকা পাঁচ লিগের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাবগুলো। ২০২৩ সালে তাদের মোট খরচ ৯৭ কোটি ডলার, যেটা ২০২২ সালে ছিল ৫ কোটি ৪ লাখ ডলার'—ফিফার বিবৃতিতে এমনটাই বলা হয়েছে।
গতকাল গ্লোবাল ট্রান্সফার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ফিফা। সেখানে ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী ক্লাবগুলো দলবদলে খরচের রেকর্ড গড়েছে—৯৬৩ কোটি ডলার। ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর ক্লাবগুলোর খরচ বেড়েছে ৪৮ দশমিক ১ শতাংশ। এর মধ্য দিয়ে ২০১৯ সালে ক্লাবগুলোর মোট ৭৩৫ কোটি ডলারের কিছু বেশি খরচের রেকর্ড ২০২৩ সালে এসে ভেঙে গেল। আর রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার ব্যবধানও বেশ বড়—২০০ কোটি ডলারের কিছু বেশি!
গত বছর খরচে সৌদি ক্লাবগুলোর উঠে আসা প্রত্যাশিতই ছিল। গত বছর জানুয়ারিতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর ইউরোপ থেকে বেশ কয়েক তারকা ফুটবলার তাঁকে অনুসরণ করেন। নেইমার, সাদিও মানে, রিয়াদ মাহরেজ, রবার্তো ফিরমিনোরা যোগ দিয়েছেন সৌদির ক্লাব ফুটবলে। তবে রোনালদো ও করিম বেনজেমা ফ্রি এজেন্ট হিসেবে যোগ দেন সৌদির ক্লাব ফুটবলে।
গত বছর সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলো—২৯৬ কোটি ডলার। চেলসি এই খরচের নেতৃত্বে। চারটি অ্যাসোসিয়েশন দেশ দলবদলে ১০০ কোটি ডলারের বেশি ফি পেয়েছে।
করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দুই বছর (২০২০ ও ২০২১) দলবদলে খরচের তেমন জোয়ার ছিল না। ২০২২ সালে এসে দলবদলের বাজার কিছুটা চাঙা হয় (৬৫০ কোটি ডলার)। আর গত বছর তা ফুলেফেঁপে ওঠে। শীর্ষ ১০ দলবদলের খরচই ২০২৩ সালে ক্লাবগুলোর মোট খরচের ১০ শতাংশ। জুড বেলিংহামের রিয়াল মাদ্রিদে যোগদান, এনজো ফার্নান্দেজের চেলসিতে যোগদান ও হ্যারি কেইনের বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেওয়ার মতো শীর্ষ দলবদলগুলো এতে ভূমিকা রেখেছে।
গত বছর সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলো—২৯৬ কোটি ডলার। চেলসি এই খরচের নেতৃত্বে। চারটি অ্যাসোসিয়েশন দেশ দলবদলে ১০০ কোটি ডলারের বেশি ফি পেয়েছে। ফিফার বিবৃতিতে বলা হয়, 'মোট ১২১ কোটি ডলার নিয়ে দলবদল ফি পাওয়ার তালিকায় শীর্ষে জার্মানির ক্লাবগুলো। এই প্রথমবারের মতো কোনো একটি অ্যাসোসিয়েশন থেকে ক্লাবগুলো দলবদল ফি হিসেবে একটি পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ কোটির বেশি আয় করল। আরও তিনটি অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাবগুলোও এই বিশেষ তালিকায় যোগ দিয়েছে—ফ্রান্স (১১৯ কোটি ডলার), ইংল্যান্ড (১০৪ কোটি ডলার) ও ইতালি (১০২ কোটি ডলার)।'
২০২৩ সালে দেশের বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় কিনেছে পর্তুগাল (১০১৭)। খেলোয়াড় রপ্তানিতে সবচেয়ে এগিয়ে ব্রাজিল (১২১৭)।
২০২৩ সালে দলবদলে সবচেয়ে বেশি খরচে চেলসির পর ফ্রান্সের ক্লাব পিএসজি। শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি তিন ক্লাব যথাক্রমে লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ ও বায়ার্ন মিউনিখ। ছয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও সাতে ম্যানচেস্টার সিটি। লাতিন আমেরিকান ক্লাবগুলোর মধ্যে খরচে শীর্ষে ফ্লামেঙ্গো। কনকাক্যাফ অঞ্চল থেকে খরচের শীর্ষস্থানটি লিওনেল মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির। এএফসি থেকে নেইমারের ক্লাব আল হিলাল খরচে শীর্ষে এবং আফ্রিকা থেকে শীর্ষস্থানটি মিসরের ক্লাব আল আহলির।

নতুন স্পন্সরশিপ পেলেন ক্রিকেটার গাজী সুজাউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি ● দেগঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা দেগঙ্গা থানার ন্যাশনাল ক্রিকেট প্লেয়ার গাজী সুজাউদ্দিন যে কিনা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এসকে প্রিমিয়ার লিগ ২০২৪ সিজন ৩ এই ম্যাচ গাজী সুজাউদ্দিন এস কে রিনেটেড স্টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে খেলতে দেখা যাবে এই উপলব্ধির কারণে ছত্রিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের এক পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি তথা হীরা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি গাজী সুজাউদ্দিনকে নতুন ক্রিকেট খেলার সামগ্রী দিয়ে স্পন্সর করলেন, শুধুমাত্র এই লিগ ম্যাচের জন্যই স্পন্সার শি ।
স্পন্সার শিব দেবার জন্য হীরা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিকে গাজী সুজাউদ্দিন ধন্যবাদ জানালেন। এসকে ক্রিকেট লিগের জন্য টিম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে কিছুদিন আগেই যার মধ্যে রয়েছে গাজী সুজাউদ্দিন (অধিনায়ক), অমিত ব্যঙ্গ, রেশব সাহু ,দীপেন্দ্র শর্মা, বিখিল সোনারে, বিকাশ পাল, নিখিল যাদব, আকিব আহমেদ, বিকাশ চৌহান, আশীষ ঠাকুর, শচীন পাটেল, অভিষেক এবং রবি গুপ্তা ।

জয় শাহই থাকছেন এশিয়ান ক্রিকেটের প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ভারতের জয় শাহই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট পদে থাকছেন। আজ এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সদস্যদেশগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে আগামী এক বছরের জন্য মেয়াদ বেড়েছে তাঁর। জয় শাহ চার বছরের বেশি সময় ধরে ভারত ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।
এসিসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিতে এসিসি এজিএমে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা জয় শাহর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। যা সব সদস্য সমর্থন জানান।
এসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলো থেকে চক্রাকারে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নাজমুল হাসানের পর এসিসির সবচেয়ে কম বয়সী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জয় শাহ। পরবর্তী চক্রে প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কা থেকে।
কিন্তু বিসিসিআই সচিবের দায়িত্বে থাকা জয় শাহকেই আগামী বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট মেয়াদে চেয়েছেন এসএলসি প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা। তিনি এ সময় বলেন, এশিয়াজুড়ে ক্রিকেটের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন জয় শাহ। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো ক্রিকেট-শক্তিধর দেশগুলোয় নতুন প্রতিভার আবিষ্কার ও প্রসারে এসিসি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এজিএমে সদস্য ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানেরা এসিসির বিভিন্ন আর্থিক ও পরিচালনা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম অনুমোদন নিয়ে আলোচনা করেন। এবারের সভায় প্রথমবারের মতো সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে জাপান ও ইন্দোনেশিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এ ছাড়া তাজিকিস্তান ক্রিকেট ফেডারেশনকে সাময়িক সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। দেশটির ক্রিকেটকাঠামো পরিদর্শন শেষে স্থায়ী সদস্যপদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বর্তমানে এসিসির সদস্যসংখ্যা ২৫। এর মধ্যে টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান পূর্ণ সদস্য।

ভন: কোহলি অধিনায়ক থাকলে ভারত প্রথম টেস্ট হারত না

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও ভারত কেন হারল? এ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। কেউ দায়ী করছেন ভারতীয় স্পিনারদের, কেউ ১৯৬ রানের ইনিংস খেলা ইংলিশ ব্যাটসম্যান ওলি পোপকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন।
তবে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন দায় দেখছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মার। বিরাট কোহলি অধিনায়ক থাকলে ভারত এই টেস্টে হারত না, এমন মন্তব্যও করেছেন ভন।
হায়দরাবাদে প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের এক গল্প লিখে ভারতকে ২৮ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এত রান পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতকে ইংল্যান্ড জয়ের জন্য ২৩১ রানের লক্ষ্য দিতে পেরেছে মূলত পোপের ১৯৬ রানের কল্যাণে। পরে টম হার্টলির (৭/৬২) বোলিংয়ে জয় তুলে নেয় ইংল্যান্ড।
ইউটিউব চ্যানেল ক্লাব প্রেইরি ফায়ারে ভন বলেছেন, 'এই টেস্টে ভারত বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব মিস করেছে। বিরাট কোহলির অধীন ভারত এই ম্যাচ হারত না। রোহিত কিংবদন্তি ক্রিকেটার, কিন্তু আমার মনে হয় ও সেদিন পুরোপুরি (অধিনায়ক হিসেবে) নিষ্ক্রিয় ছিল।'
১৯৬ রানের ইনিংসে পোপ সেদিন একের পর এক রিভার্স সুইপ খেলেছেন। তাঁর এই কৌশলে সেদিন কার্যকারিতা হারিয়েছিলেন ভারতের স্পিনাররা। কয়েক দিন আগে দ্য টেলিগ্রাফে লেখা কলামেও ভন রোহিতের সমালোচনা করেন।
ভনের দাবি, পোপের রিভার্স সুইপে কৌশল আটকাতে রোহিত পাল্টা কৌশল নিতে পারেননি, 'আমার মনে হয়েছে, রোহিত খুবই গড়পড়তা অধিনায়কত্ব করেছে। অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয়েছে। আমার মনে হয় না বোলার পরিবর্তন ও ফিল্ডিং সাজাতে সে তৎপর ছিল। আর ওর কাছে ওলি পোপের সুইপ ও রিভার্স সুইপের কোনো জবাব ছিল না।'
ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ব্যক্তিগত কারণে খেলছেন না কোহলি। ভারত ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট আগামী পরশু, ভাইজাগে।

আল ফারুক মিশনের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও আল ফারুক মিশনের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মিশন সংলগ্ন কালীকূপের তীরে। উক্ত বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আই. সি.আর হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন সহশিক্ষক মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রৌউফ সিদ্দিকী মহাশয় , প্রধান শিক্ষক আই. সি. আর হাই মাদ্রাসা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিজাবুর রহমান মহাশয়, ক্রীড়া শিক্ষক আই. সি.আর হাই মাদ্রাসা। উপস্থিত ছিলেন মহঃ মোসাররাফ হোসেন মহাশয় , সহশিক্ষক আই. সি.আর হাই মাদ্রাসা ।এছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অভিভাবক অভিভাবিকাগণ।
প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ১০০ মিটার দৌড়, আলু দৌড়, বস্তা দৌড়, ব্যাঙ দৌড়, অঙ্ক দৌড় , লাভ দড়ি, মিউজিক্যাল চেয়ার, চামচ দৌড়, বেলুন ফাটানো ।বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল শিক্ষকদের হাড়ি ভাঙ্গা, শিক্ষিকাদের বাস্কেট বল, অভিভাবকদের মিউজিকের তালে বল পাশ। বেশ সুষ্ঠুভাবে মিশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ।বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণে শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো৷

পেনাল্টি মিস মরক্কোর হাকিমির

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় চমক ছিল মরক্কো। সেবার আশরাফ হাকিমি-হাকিম জিয়েশদের দেশটি সবাইকে অবাক করে পৌঁছে গিয়েছিল সেমিফাইনালে। নজরকাড়া সেই পারফরম্যান্সের ধারা বিশ্বকাপের পরও ধরে রেখেছিল তারা। এ কারণে আফ্রিকান কাপ অব নেশনসেও অন্যতম ফেবারিট ধরা হচ্ছিল মরক্কোকে। দলে শক্তি, সামর্থ্য কিংবা তারকার অভাবও ছিল না।
কিন্তু সেই দেশই এবার অঘটনের শিকার হয়ে নেশনস কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গতকাল রাতে মরক্কো হেরেছে ২-০ গোলে। বিশ্বকাপের পর থেকে খেলা ১৩ ম্যাচের মাত্র ২টিতে হেরেছে মরক্কো। দুটি ম্যাচই তারা হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। শেষ ষোলোয় দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুটি করেছেন এভিডেন্স মাকগোপা ও তেবোহো মোকোয়েনা।
মরক্কোর বিদায়ের রাতটি সবচেয়ে বিভীষিকাময় ছিল দেশটির সবচেয়ে বড় তারকা আশরাফ হাকিমির জন্য। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে পেনাল্টিতে গোল করার সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ হন এই ডিফেন্ডার। গোলটি করতে পারলে তখনই সমতায় ফিরতে পারত মরক্কো। এ ছাড়া একই রাতে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা সোফিয়ান আমারবাতও।
মরক্কোর বিদায়ের মধ্য দিয়ে আফ্রিকান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে আরও একটি ফেবারিট দলের বিদায় হয়ে গেল। এর আগে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট সেনেগাল ও মিসরও বিদায় নিয়েছে। বিদায় নিয়েছে আন্দ্রে ওনানার ক্যামেরুনও। এই তিন দল বিদায় নেওয়ায় মরক্কোর পথটাকে কিছুটাই সহজই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে সুযোগ লুফে নিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। শেষ ষোলোতেই শেষ পর্যন্ত থামতে হলো মরক্কোকে। শনিবার শেষ আটের লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে কেপে ভার্দের।
আফ্রিকান ফুটবলের পাওয়ার হাউজ হিসেবে বিবেচিত হলেও নেশনস কাপে মরক্কো ধারাবাহিকভাবে হতাশ করেছে।

বোলপুরে ৩৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কাজী আমীরুল ইসলাম ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ৩৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বোলপুর ডাকবাংলা স্টেডিয়াম ময়দানে। বীরভূম জেলায় খুদে পড়ুয়ার প্রথমে স্কুলে, তারপর অঞ্চলে ,এরপর চক্রে মহকুমা সাব ডিভিশন স্তর পার করে জেলাতে প্রায় ৪০০ খুদে পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় ৩৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগীতা হয়।
এবছরের নতুন আকর্ষণ হারিয়ে যাওয়া খেলা গুলোর উপরে গেমস থিম সং ছিল। বাচ্চা ছেলেদের মাঠ মুখি করতে ক্রিড়া প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম হবে তারা রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করবে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মশাল জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম প্রাথমিক বিদ্যালয় সভাপতি প্রলয় নায়েক, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ এবং সদ্য পদ্মশ্রী প্রাপ্ত দুই শিল্পী রতন কাহার ও তকদীরা বেগম। পদ্মশ্রী প্রাপ্ত দুজনকে প্রাথমিক বিদ্যালয় তরফ হইতে সংবর্ধনা জানানো হয়। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রোনালদো চোটে, দেখা হচ্ছে না মেসির সঙ্গে

আপনজন: ম্যাচটার নাম 'দ্য লাস্ট ড্যান্স'। নামেই বোঝা যাচ্ছে, আয়োজকেরা এটিকে লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ মুখোমুখি লড়াই মনে করেছেন। কিন্তু দুই তারকার মাঠের দেখাটা শেষ পর্যন্ত হচ্ছে না। আগামীকাল রিয়াদ সিজন কাপে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি খেলবেন ঠিকই, কিন্তু আল নাসরের হয়ে রোনালদোকে দেখা যাবে না। আল নাসর কোচ লুইস ক্যাস্ত্রো রোনালদোর না খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে গোলডটকম। ৩৮ বছর বয়সী রোনালদো মাংসপেশিতে অস্বস্তিবোধ করছেন। আল নাসর কোচকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ ম্যাচে রোনালদো বনাম মেসি লড়াই দেখা যাবে কি না। জবাবে নেতিবাচক খবরই দিয়েছেন ক্যাস্ত্রো, '(মেসি বনাম রোনালদোর লড়াই) দেখা যাবে না। রোনালদো এখন পুনর্বাসনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। আশা করি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করতে পারবে। এই ম্যাচে (ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে) সে খেলবে না।' মায়ামির বিপক্ষে রোনালদোর না খেলাটা দর্শকদের জন্য বড় এক ধাক্কা। ফুটবলের সবচেয়ে বড় দুই তারকার গত এক বছরের মধ্যে এই প্রথম মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। এমন একটি ম্যাচ দেখতে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গেই ওঠার কথা। আর সেটিরই ছাপ পড়েছিল টিকিটের দামে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**